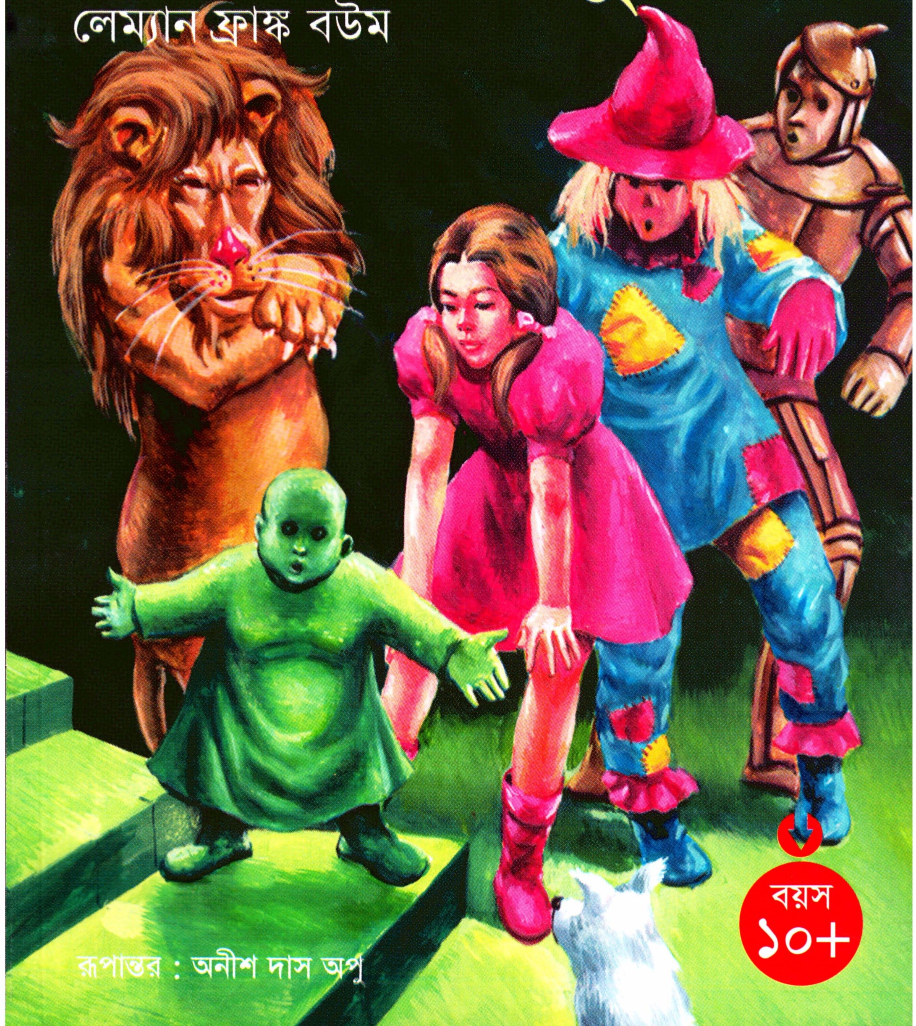
পাঞ্জেরী

সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ

# ওজের জাদুকর

লেম্যান ফ্রাঙ্ক বউম




রূপান্তর : অনীশ দাস অপু

সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ-২৩

# ওজের জাদুকর

## (The Wizard of Oz)

মূল : লেম্যান ফ্রাঙ্ক বউম

রূপান্তর : অনীশ দাস অপু





পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

**প্রকাশক**
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
৪৩ (পুরাতন ১৬), শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭
ফোন : ৭১২৬২৭৪, ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৩০০৬, ই-মেইল : info@panjeree.com

**প্রকল্প সম্পাদক**
মাসুদ আশরাফ

**সম্পাদনা**
সৈয়দ নজমুল আবদাল
ফিরোজ আশরাফ

**প্রথম প্রকাশ**
আগস্ট, ২০০৬

**দ্বিতীয় সংস্করণ**
জানুয়ারি, ২০১০



**প্রচ্ছদ**
সারফুদ্দিন আহমেদ

**অঙ্গসজ্জা**
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

**পরিবেশক**
ভারত : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৫৩.০০ টাকা

---

**The Wizard of Oz**, a fiction by **L. Frank Baum**, specially adapted version for young readers in Bengali by **Anish Das Apu**.
Published by **Panjeree Publications Ltd**
43 (Old 16), Shilpacharya Zainul Abedin Sarak, Shantinagar, Dhaka-1217.
Indian Distributor : Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd, Kolkata
U.K. Distributor : Sangeeta Ltd, 22 Brick Lane, London
First published : October, 2006, Second Edition : January, 2010.
Price : Taka 53.00, US$ 5.00

ISBN : 978-98486-3209-3



## লেখক পরিচিতি

লেম্যান ফ্রাঙ্ক বউমের জন্ম ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে নিউইয়র্কের চিত্তেনানগোতে। কিশোর বয়সে তিনি নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় সাংবাদিকতা শুরু করেন। দু'বছরের মধ্যে পেনসিলভানিয়ার একটি ছোট মফস্বল পত্রিকার প্রকাশক হয়ে যান।

তরুণ বয়সে বউম রোড কোম্পানিতে কাজ করেছেন, লিখেছেন নাটক। তার একটি হাস্যরসাত্মক গীতি নাট্য মঞ্চস্থ হয় নিউইয়র্কে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আবার সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন বউম। বিবাহিত জীবনে হন চার সন্তানের পিতা। শিকাগো শহরে থিতু হয়ে বসেন বউম, প্রতিষ্ঠা করেন একটি অর্থনীতির পত্রিকা। এ পত্রিকার আয়ে সংসার চলত আর বউম মগ্ন থাকতেন উপন্যাস রচনায়। দ্য উইজার্ড অব ওজ বা ওজের জাদুকর প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। এটি এতই জনপ্রিয়তা পায় যে বউম বইটির ১৩টি সিরিজ লিখেছেন। তিনি এডিথ ভ্যান ডাইনের ছদ্মনামে মেয়েদের জন্যও বই লিখতেন। লেম্যান ফ্রাঙ্ক বউম ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।



ছোট্ট বাড়িটি বিশাল তৃণভূমির এক কোণে দাঁড়িয়ে

# ১. সাইক্লোন

ডরোথি তার এম চাচি আর হেনরি চাচাকে নিয়ে কানসাসের ছোট্ট একটি খামারবাড়িতে বাস করতো।

তাদের ছোট্ট বাড়িটি বিশাল তৃণভূমির এক কোণে দাঁড়িয়ে। ডরোথির বন্ধু ছিল মাত্র একজন - কুকুর টোটো। ছোট কালো কুকুরটি লাফাতে আর খেলতে ভালবাসত।

একদিন ডরোথি আর টোটো খেলছে, হঠাৎ শুনতে পেল ঝড়ের শোঁ শোঁ



আকাশে ধুলোর মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটে আসছে

শব্দ। ভয়ানক গজরাচ্ছে বাতাস, আকাশে ধুলোর মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছুটে আসছে। এ দৃশ্য দেখে খুবই ভয় পেল ডরোথি। হেনরি চাচা তখন কাজ করছিলেন। ঝড়ের আওয়াজ শুনে গলা ফাটিয়ে চেঁচালেন তিনি, 'সাইক্লোন আসছে। শিগগির সবাই সেলারে ঢোকো!'

সাইক্লোন খুবই ভয়ানক ঝড়। সামনে যা পায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। টোটোরও ভয়ে গায়ে কাঁপুনি উঠে গেছে। সেও পালাতে পারলে বাঁচে। ডরোথির হাত থেকে লাফিয়ে নামল সে, একছুটে ঢুকল ঘরে, লুকালো

বিছানার নিচে। ডরোথি ছুটল তার পিছে। তখন অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটল। ওদের বাড়িটি লাটিমের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করল। তারপর উঠে গেল শূন্যে। টোটো বিছানার নিচে থেকে বেরিয়ে এসে ঘেউঘেউ জুড়ে দিল।

চারপাশে কী যে ঘন অন্ধকার! কিচ্ছু দেখা যায় না। বাড়িটি ঘুরেই চলেছে। ডরোথি বুকের সাথে টোটোকে চেপে ধরল। ভয়ের চোটে কলজে শুকিয়ে গেছে ওর। চাচা-চাচি আগেই সেলারে, মানে মাটির নিচের ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ওখানে ঝড় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তাদের। কিন্তু তাঁরা জানেন না তাদের বাড়িটিকে প্রচণ্ড সাইক্লোন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল ঝড়ের মাতম। বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ঘর। একা ডরোথি কী করবে বুঝতে পারছে না। ভয়ে আর দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে গেল সে। এক সময় খুব ঘুম পেল। ঘুমিয়ে পড়ল সে।



এক জাদুর দেশে এসে পড়েছে ওরা

## ২. মাঞ্চকিন

অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলো ডরোথির। চারদিক আশ্চর্য সুনসান। জানালা গলে ঢুকে পড়েছে সূর্যের ঝকঝকে আলো। ডরোথির গালে ঠাণ্ডা নাক ঘষল টোটো। 'আমি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি, 'চাচা-চাচির কি হলো?'

দরজার কাছে দৌড়ে গেল ও, খুলল কপাট। তারপর চারদিকে তাকাল। এক জাদুর দেশে এসে পড়েছে ওরা। চারপাশে সবুজ গাছ আর নানা



'মাঞ্চকিনদের দেশে স্বাগতম।'

রঙের ফুল। ছোট ছোট বেগুনি রঙের পাখি ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ উড়ে বেড়াচ্ছে এ গাছ থেকে ও গাছে। মনের আনন্দে গান গাইছে। এত সুন্দর জায়গা জীবনেও দেখে নি ডরোথি।

হঠাৎ মৃদু গলায় কে যেন বলে উঠল, 'মাঞ্চকিনদের দেশে স্বাগতম।'

ঘুরে দাঁড়াল ডরোথি। ৩ জন পুরুষ আর ১ জন মহিলা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লম্বায় তারা ডরোথির মতোই, তবে বয়সে অনেক বড়। তাদের মাথার টুপির ডগা খুবই সুঁচালো, প্রায় এক ফুট লম্বা হবে। নড়াচড়ার সময় শরীরের সাথে বেঁধে রাখা ঘণ্টা বেজে উঠছে মিষ্টি টুংটাং শব্দে।

পুরুষদের পরনে নীল রঙের অদ্ভুত স্যুট, গালে লম্বা সাদা দাড়ি। মহিলা পরেছে তারকাখচিত লম্বা একটা গাউন। সে ডরোথির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশের ভঙ্গি করল। মিষ্টি গলায় বলল, 'পুবের ডাইনিকে হত্যা করে তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়েছ। কী বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!'

এ কথা শুনে খুবই অবাক হলো ডরোথি।

'তোমরা ভুল করছ।' বলল সে, 'আমি কাউকে হত্যা করি নি।'

মহিলা বাড়ির দিকে হাত তুলে দেখাল, 'ওই দ্যাখো, তোমার বাড়িটা ডাইনির গায়ের উপর আছড়ে পড়েছে। কাঠের পাঁজার নিচ থেকে বেরিয়ে আছে ডাইনির পা। মারা গেছে সে।

'ইস্!' কাতরে উঠল ডরোথি, 'আমি খুবই দুঃখিত।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই।' বলল মহিলা।

'ডাইনিটা খুবই দুষ্টু ছিল। মাঞ্চকিনদের বহুবছর সে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছিল। তোমার জন্য আমরা দাসত্বের কবল থেকে মুক্তি পেলাম।'

'তুমি কি মাঞ্চকিন?' জানতে চাইল ডরোথি।

'না।' জবাব দিল মহিলা, 'আমি উত্তরের ভালো ডাইনি।'

ডাইনিরা ভাল হয় এমন কথা কখনো শোনে নি ডরোথি। তবে এ মহিলা ডাইনি হলেও তাকে সত্যি ভাল মনে হচ্ছে। মহিলা জানাল ডরোথি ওদের দেশে চলে এসেছে। ওদের দেশে মোট চার ডাইনি বাস করে। উত্তর এবং দক্ষিণের ডাইনি ভাল, লোকে তাদেরকে ভালোবাসে, কিন্তু পুব আর পশ্চিমের ডাইনিরা দুষ্টু প্রকৃতির।

'তুমি পুবের দুষ্টু ডাইনিটাকে মেরে ফেলেছ।' জানাল মহিলা, 'এখন শুধু আরেকটা শয়তান ডাইনি বেঁচে আছে।'

ঘটনাটি অবশেষে পরিষ্কার হলো ডরোথির কাছে। মাঞ্চকিনদের সাহায্য করতে পেরে ভালই লাগছিল ওর, তবে বাড়ি ফেরার জন্যও মনটা আন্‌চান্‌ করছিল।

ডরোথি কানসাসে চাচা-চাচির সঙ্গে থাকে, শুনেছে মাঞ্চকিনরা। যদিও কানসাসের নাম তারা জীবনেও শুনে নি। ডরোথি বুঝে গেছে বাড়ি থেকে বহু দূরে চলে এসেছে ওরা। ভয়ে কাঁদতে লাগল সে। এই অদ্ভুত দেশে নিজেকে ভীষণ একা লাগছে।



'আমি উত্তরের ভালো ডাইনি।'

ডরোথিকে কাঁদতে দেখে ভাল ডাইনি তার টুপি খুলে ডগাটা নাকের ওপরে বসিয়ে দিল। তারপর গুনল এক-দুই-তিন। সাথে সাথে টুপির রূপান্তর ঘটল শ্লেটে। তাতে লেখা 'ডরোথিকে পান্না নগরে যেতে বলো'।

ডরোথি চোখের জল মুছল।

'তোমাকে পান্না নগরে যেতে হবে। ওজের জাদুকর হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।' বলল ভাল ডাইনি।

'ওজের জাদুকরটা কে?' প্রশ্ন করল ডরোথি।

'খুব বড় জাদুকর।' জবাব দিল ভাল ডাইনি, 'সে আমাদের সবার চেয়ে



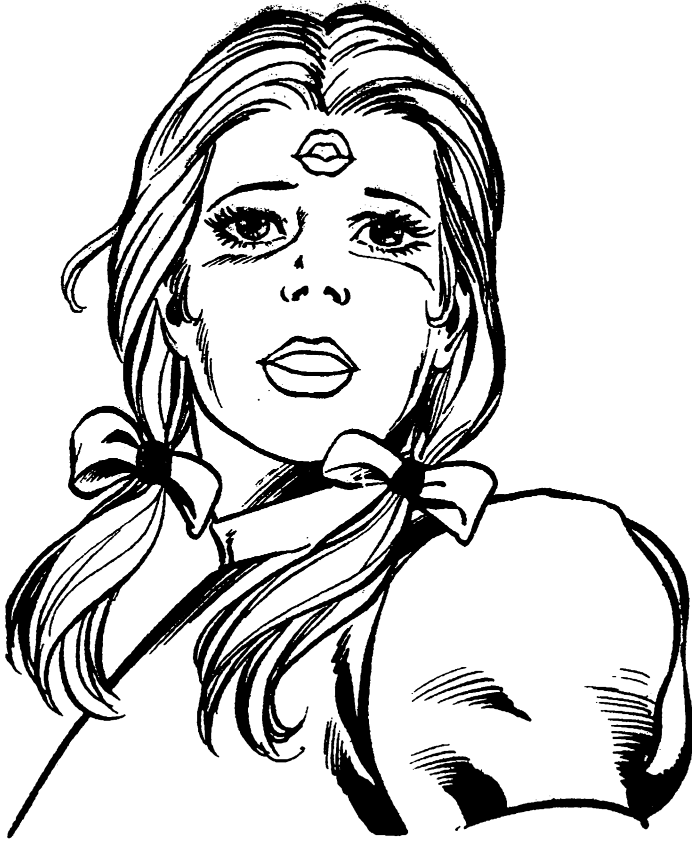
তারপর গুনল এক-দুই-তিন

শক্তিশালী। পান্না নগরে থাকে। একমাত্র সে-ই তোমাকে কানসাসে ফিরে যাবার উপায় বাতলে দিতে পারবে।'

'আমি পান্না নগরে যাব কী করে?'

'হেঁটে যেতে হবে।' বলল ভাল ডাইনি, 'একটা হলুদ ইটের রাস্তা দেখতে পাবে। রাস্তা ধরে এগুবে। একসময় ওজের জাদুকরের দেখা পেয়ে যাবে।'

ভাল ডাইনি ডরোথির কপালে চুমু খেল। এটা জাদুর চুমু। ডরোথির



এটা জাদুর চুমু

কপালে উজ্জ্বল, গোল একটা ছাপ পড়ে গেল। এই ছাপ ডরোথিকে তার দীর্ঘ যাত্রায় সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। মাঞ্চকিনরা ডরোথিকে রুপোর স্যাণ্ডেল উপহার দিল। এ চপ্পল পুবের দুষ্টু ডাইনি পায়ে পরত। এর মধ্যেও জাদু আছে। তবে জাদুটি কী জানে না কেউ।

ডরোথি পায়ে গলাল রুপোর স্যাণ্ডেল, হাত নেড়ে বিদায় জানাল নতুন বন্ধুদেরকে। তারপর টোটোকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল পান্না নগরের উদ্দেশ্যে।



একটা কাকতাড়ুয়ার দিকে চোখ আটকে গেল ডরোথির

## ৩. কাকতাড়ুয়া

ডরোথি আর টোটো হলুদ ইটের রাস্তা ধরে অনেক পথ হাঁটল। শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল বড় একটি শস্য ক্ষেতের পাশে। খানিক দূরে একটা কাকতাড়ুয়ার দিকে চোখ আটকে গেল ডরোথির। একটা খুঁটির ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কাকতাড়ুয়াটাকে পাখিদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। যাতে কাকতাড়ুয়ার ভয়ে শস্য খেতে আসতে না পারে তারা।

কাকতাড়ুয়ার মাথায় খড়ের একটা ছোট বস্তা। ওটাকে রঙ দিয়ে কেউ এঁকে দিয়েছে মুখ-চোখ-নাক। পরনে নীল রঙের জামা, পায়ে পুরনো বুট জুতো, মাথায় সূঁচালো ডগার টুপি।

কাকতাড়ুয়াটাকে আগ্রহ নিয়ে দেখছে ডরোথি। অবাক হয়ে লক্ষ করল ওটা তার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে। তারপর মাথাটা নড়ে উঠল কাকতাড়ুয়ার। ডরোথি হেঁটে গেল কাকতাড়ুয়ার কাছে।

'শুভ দিন।' বলল কাকতাড়ুয়া।

'তুমি কথা বলতে পার?' দারুণ অবাক ডরোথি।

'অবশ্যই। কেমন আছ তুমি?' বলল কাকতাড়ুয়া।

'ভাল আছি। ধন্যবাদ।' বলল ডরোথি।

'তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল নেই।' বলল কাকতাড়ুয়া।

'এই খুঁটিটা গেঁথে আছে আমার পিঠের সাথে। নড়তে চড়তে পারি না।'

ডরোথি খুঁটি থেকে ছুটিয়ে আনল কাকতাড়ুয়াকে। খড়ের তৈরি বলে কাকতাড়ুয়ার গায়ে ওজন নেই বললেই চলে।

'অনেক ধন্যবাদ।' বলল কাকতাড়ুয়া।

'এখন নিজেকে নতুন এক জন মানুষ বলে মনে হচ্ছে।'

গোটা ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের মনে হচ্ছিল ডরোথির কাছে। কাকতাড়ুয়া কথা বলতে পারে কিংবা হাঁটতে পারে জীবনেও দেখে নি সে।

'কে তুমি? যাচ্ছ কোথায়?' জানতে চাইল কাকতাড়ুয়া।

'আমি ডরোথি।' জবাব দিল মেয়েটি।

'যাচ্ছি পান্না নগরে, মহান ওজের জাদুকরকে বলব আমাকে যেন কানসাসে ফিরে যাবার উপায় বাতলে দেয়।'



ডরোথি খুঁটি থেকে ছাড়িয়ে আনল কাকতাড়ুয়াকে

কাকতাড়ুয়া কোনোদিন ওজের জাদুকর কিংবা পান্না নগরের নাম শুনে নি। মাথায় খড় পোরা বলে তার মগজ বলতে কোনো জিনিস নেই। তাই বুদ্ধিও নেই। কাকতাড়ুয়ার বিষণ্ন চেহারা দেখে মায়া হলো ডরোথির।

'তোমার কী মনে হয়।' জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার সঙ্গে পান্না নগরে গেলে মহান ওজের জাদুকর আমাকে কিছু মগজ দিতে পারবেন?'

'তা জানি না।' সরল গলায় জবাব দিল ডরোথি, 'তবে তোমার ইচ্ছে হলে



ডরোথি আর টোটোর সঙ্গে কাকতাড়ুয়াও রওনা হলো

আমার সঙ্গে যেতে পার। ওজ তোমাকে মগজ না দিলেও এখনকার এ অবস্থার চেয়ে তো ভাল থাকবে।'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কাকতাড়ুয়া। তারপর ডরোথি আর টোটোর সঙ্গে সে-ও রওনা হলো পান্না নগরের উদ্দেশে।



পথ চলতে চলতে ওরা লক্ষ করল রাস্তা ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে

## ৪. টিনের মানুষ

পথ চলতে চলতে ওরা লক্ষ করল রাস্তা ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায়। কাকতাড়ুয়া বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়ে পড়ল গর্তে। তবে খড়ের তৈরি বলে ব্যথা পেল না। একটু পরে ডুবে গেল সূর্য, ঘনিয়ে এল সাঁঝের আঁধার। এমন ঘন অন্ধকার, ডরোথি প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু কাকতাড়ুয়া দিনের মতো রাতেও দেখতে পায়। সে ডরোথিকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ডরোথি কাকতাড়ুয়াকে

বলল বাড়িটাড়ি চোখে পড়লে সে যেন যাত্রা বিরতি দেয়। একটানা হেঁটে বেজায় ক্লান্ত ডরোথি।

কিছুক্ষণ বাদে দাঁড়িয়ে পড়ল কাকতাড়ুয়া। 'কাঠের তৈরি একটা কুটির দেখতে পাচ্ছি সামনে। যাবে ওখানে?'

'অবশ্যই যাব,' বলল ডরোথি। 'আমার আর পা চলছে না।'

কুটিরে ঢুকে পড়ল ওরা। ডরোথি শুয়ে পড়ল মেঝেতে টোটোকে সঙ্গে নিয়ে। শোবার সাথে সাথে ঘুম। তবে কাকতাড়ুয়ার ঘুমের দরকার নেই বলে সে ঘরের এক কোণে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে রইল এক ঠাঁয়। ভোরের জন্য অপেক্ষা করছে।

ভোর বেলায় অদ্ভুত একটা গোঙানির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল ডরোথির। মনে হলো জঙ্গলের কোথাও থেকে শব্দটা আসছে। উঠে বসলো ও। উঁকি দিল জানালা দিয়ে। চকচকে কী একটা ঝিলিক দিল চোখে। জঙ্গলের দিকে পা বাড়াল ডরোথি। অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল। বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ টিনের তৈরি একটা মানুষ। হাতে একখানা কুড়াল। তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ডরোথি। তারপর অবাক গলায় প্রশ্ন করল, 'তুমিই গোঙাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল টিনের মানুষ, 'অনেকক্ষণ ধরে গোঙাচ্ছিলাম। কিন্তু কেউ আমার গোঙানি শুনে আসে নি।'

'আমি তো এলাম। তোমার জন্য কী করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

'একটু তেল নিয়ে এসো কোথাও থেকে।' জবাব দিল টিনের মানুষ, 'তেল মেখে দাও আমার শরীরের জোড়াগুলোতে। ওগুলোতে এমন জং ধরে গেছে নড়াচড়া করতে পারছি না।'

ডরোথি দৌড়ে গিয়ে ঢুকল কুটিরে। একটু খুঁজতেই তেলের একটি ক্যান



সম্পূর্ণ টিনের তৈরি একটা মানুষ

পেয়ে গেল। ক্যান নিয়ে ফিরে এল টিনের মানুষের কাছে। টিনের মানুষ দেখিয়ে দিল কোথায় কোথায় তেল দিতে হবে। জয়েন্টে তেল পড়তে কিছুক্ষণ পরে হাত-পা নাড়াতে পারল সে।

'তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব!' বলল টিনের মানুষ, 'তুমি না এলে আরো কতদিন যে বনের মধ্যে এভাবে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হতো আমাকে! তুমি এখানে কী করে এলে?'


টিনের মানুষ দেখিয়ে দিল কোথায় কোথায় তেল দিতে হবে

ডরোথি টিনের মানুষকে জানাল সে কে, কোত্থেকে এসেছে। বলল কাকতাড়ুয়া এবং টোটোকে নিয়ে সে পান্না নগরে চলেছে ওজের জাদুকরের খোঁজে। একথা শুনে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল টিনের মানুষ।

'ওজ কি আমাকে একটা হৃৎপিণ্ড দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'পুবের শয়তান ডাইনি আমার ওপর জাদু করেছে। আমি জঙ্গলে কাঠ কাটছিলাম। জাদু করে সে আমাকে টিনের মানুষ বানিয়ে দিয়েছে। নিয়ে



নতুন বন্ধুদের সাথে যাত্রা শুরু করল ওজের জাদুকরের দেশে

গেছে হৃৎপিণ্ড।'

ডরোথি চিন্তা করল এক মুহূর্ত।

'আমার মনে হয় পারবেন।' বলল সে, 'কাকতাড়ুয়াকে মগজ দিতে পারলে জাদুকর তোমাকেও হৃৎপিণ্ড দিতে পারবেন।'

টিনের মানুষ তার কুড়াল আর তেলের ক্যান নিয়ে নতুন বন্ধুদের সাথে যাত্রা শুরু করল ওজের জাদুকরের দেশে।



ঘেউ ঘেউ করতে লাগল

## ৫. ভীতু সিংহ

ডরোথি বন্ধুদেরকে নিয়ে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে হাঁটছে, হঠাৎ পিলে চমকে গেল ভয়ঙ্কর এক গর্জন শুনে। পরের মুহূর্তে দেখল প্রকাণ্ড এক সিংহ ছুটে আসছে তাদের দিকে। বিশালদেহী জানোয়ারটাকে দেখে ভয়ে আধমরা হয়ে গেল ডরোথি আর তার সঙ্গীরা। কিন্তু ছোট্ট টোটো মোটেই ভয় পেল না। সে সাহসের সাথে ছুটে গেল সিংহের কাছে, ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ছোট্ট কুকুরটাকে দেখে মুখ হাঁ করল সিংহ, খেয়ে ফেলবে তাকে। ডরোথির তখন এমন রাগ হলো যে ভয়-টয় ভুলে চটাশ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল সিংহের নাকে।



টপ টপ করে জল ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে

'সাবধান টোটোকে কিছু করবে না।' গলা ফাটাল ও, 'লজ্জা করে না এত বড় হুমদো জানোয়ার, ছোট্ট একটা কুকুরকে কামড়াতে চাইছ।'

'আমি তো ওকে কামড়াই নি।' বললো সিংহ। বড় থাবা দিয়ে নাক ঘষল।

'কিন্তু কামড়াতে তো যাচ্ছিলে।' বললো ডরোথি, 'কাপুরুষ কোথাকার।'

লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলল সিংহ। স্বীকার করল তাকে সবাই বনের রাজা মানলেও আসলে সে একটা কাপুরুষ ছাড়া কিছু নয়। নিজের দুঃখের কথা ডরোথিদেরকে বলার সময় টপ টপ করে জল ঝরতে লাগল চোখ বেয়ে। জানাল সে এমনই ভীতু সবাইকে এবং সবকিছুতে তার ভয়।

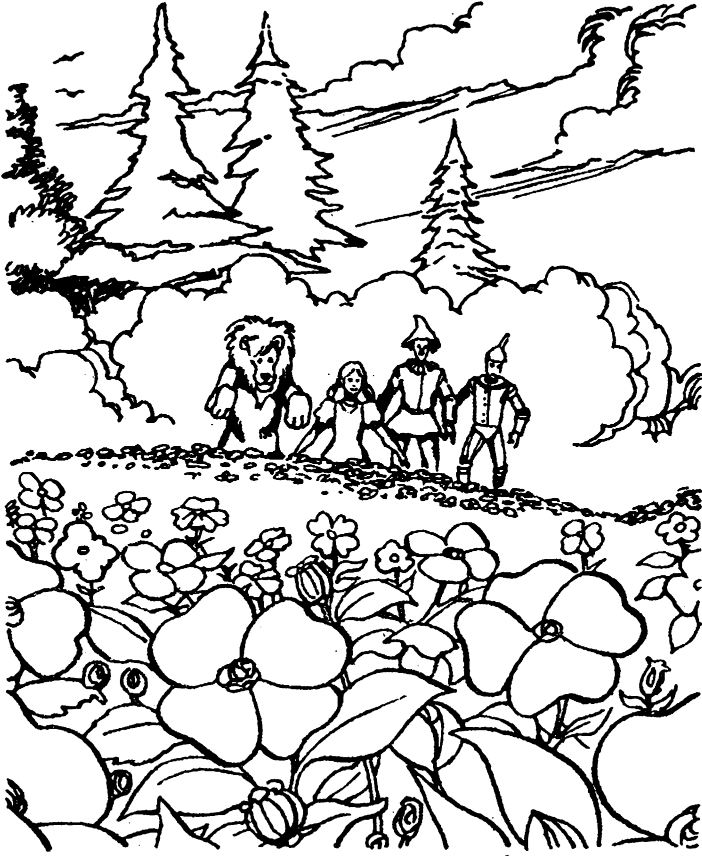


হলুদ ইটের রাস্তা ধরে রওনা হলো মহান ওজের বাড়ির দিকে

কাকতাড়ুয়া তার খড়ের মাথা চুলকে বলল, ‘পান্না নগরে যাচ্ছি মহান ওজের কাছে মগজ চাইতে। আমার মাথায় বুদ্ধি নেই বলে মগজ চাইব। তোমার যেহেতু সাহস নেই, চাইলে ওজ তোমাকে সাহস দিতে পারেন।’

হাতের থাবা দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলল সিংহ, ‘সাহস থাকলে আমি সত্যিকারের পশুরাজ হতে পারতাম।’

ভীতু সিংহের জন্য মায়া লাগল ডরোথির। সিংহকে বলল তাদের দলে যোগ দিতে। একসঙ্গে পান্না নগরে জাদুকর ওজের কাছে যাবে। সাহসী হবার আশায় যেতে রাজি হলো সিংহ। তারপর সবাই মিলে হলুদ ইটের রাস্তা ধরে রওনা হলো মহান ওজের বাড়ির দিকে।



সামনে পপি ফুলের বিরাট মাঠ

## ৬. ভয়ঙ্কর পপি ফুলের মাঠ

সে রাতে জঙ্গলের মধ্যে বড় একটা গাছের নিচে যাত্রা বিরতি দিল ডরোথির দল। টিনের মানুষ কুড়াল দিয়ে কিছু কাঠ কেটে আনল আগুন জ্বালানোর জন্য। সিংহ বেরিয়ে পড়ল আহারের খোঁজে, কাকতাড়ুয়া সংগ্রহ করল বাদাম আর জাম।

এভাবে দিনের পর দিন পার হয়ে গেল। পথ আর ফুরোয় না। একসময় বনভূমি থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ঢুকে পড়ল সূর্যালোকিত চমৎকার একটি জায়গায়। সামনে পপি ফুলের বিরাট মাঠ। পপি খুব সুন্দর ফুল কিন্তু এর

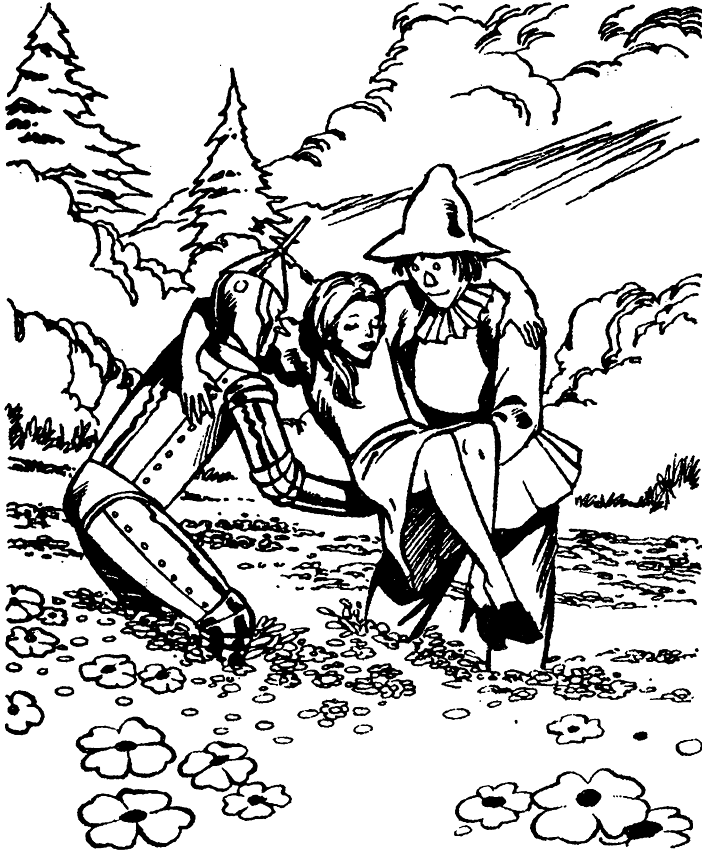


'এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়

গন্ধের তীব্রতা এত বেশি, নাকে গেলে যে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যাপারটা জানত না ডরোথি। পপি ফুলের গন্ধে একটু পরেই তার দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে এল, ঘুম পাচ্ছে খুব। সে মাঠের একপাশে শুয়ে পড়ল।

টিনের মানুষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল ডরোথিকে। চেঁচিয়ে বলল, 'এখন বিশ্রাম নেওয়ার সময় নয়। অন্ধকার নামার আগে হলুদ ইটের রাস্তায় ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

কিন্তু ডরোথি ততক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন। টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়া রক্তমাংসের নয় বলে পপি ফুলের গন্ধ তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে নি।



টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়া মিলে ধরাধরি করে ডরোথিকে তুললো

'এখন কী করি?' জিজ্ঞেস করল টিনের মানুষ, 'ওজের রাস্তায় আমরা কী করে যাব? ডরোথিকে এখানে ফেলে রেখে গেলে ও নির্ঘাত মারা যাবে।'

কাকতাড়ুয়ার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে সিংহকে বললো দম বন্ধ করে এক ছুটে পপি ফুলের মাঠ পেরিয়ে যেতে। তাহলে আর সে ডরোথির মতো ঘুমিয়ে পড়বে না। আর কাকতাড়ুয়া এবং টিনের মানুষ মিলে ডরোথি ও টোটোকে কোলে নিয়ে পপি ফুলের মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।

টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়া মিলে ধরাধরি করে ডরোথিকে তুললো,

পাঁজাকোলা করে হাঁটতে লাগল মাঠের মাঝখান দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা একটা নদীর মোহনার কাছে চলে এল। দেখল তীরে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে সিংহ। পপি ফুলের তীব্র গন্ধ পশুরাজের স্নায়ুকেও দুর্বল করে দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সেও। সিংহের দশা দেখে ভাবনায় পড়ে গেল টিনের মানুষ ও কাকতাড়ুয়া। সিংহের জন্য করুণাও হলো। কারণ ওদের গায়ে এত শক্তি নেই যে বিশালদেহী জানোয়ারটিকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে পথ চলবে। ঘুমন্ত সিংহকে ফেলে রেখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।



হলুদ রঙের প্রকাণ্ড একটা বনবেড়াল ছুটে আসছে

# ৭. মেঠো ইঁদুরদের রানী

ডরোথিকে নিয়ে টিনের মানুষ ও কাকতাড়ুয়া আরেকটা নদীর ধারে চলে এল। মাটিতে সযত্নে শুইয়ে দিল মেয়েটাকে। অপেক্ষা করতে লাগল ঘুম ভাঙার জন্য।

'হলুদ ইটের রাস্তা থেকে বোধহয় বেশি দূরে নই আমরা।' বলল কাকতাড়ুয়া, 'কিন্তু রাস্তাটা কোন্‌দিকে অনুমান করতে পার?'

টিনের মানুষ জবাব দিতে যাচ্ছে, থেমে গেল নিচু গলার গর্জন শুনে। মাথা ঘোরাল সে। দেখল হলুদ রঙের প্রকাণ্ড একটা বনবেড়াল ছুটে আসছে

তার দিকে।

জানোয়ারটা হাঁ করে আছে মুখ, চোয়ালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দুসারি হলদে, ধারাল দাঁত। আগুনের গোলার মতো ধক্‌ধক্‌ করছে চোখ। একটা ছোট্ট ধূসর বর্ণের মেঠো ইঁদুরকে তাড়া করছে বনবেড়াল। হৃৎপিণ্ড না থাকলেও টিনের মানুষ বুঝতে পারল ছোট একটা প্রাণীকে হত্যার চেষ্টা করা মোটেই ঠিক হচ্ছে না বনবেড়ালের।

টিনের মানুষ কুঠার তুলল, তার পাশ দিয়ে বেড়াল ছুটে যাবার সময় কোপ মারল ওটার গলায়। ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা হয়ে গেল বনবেড়ালের।

'ওহ্‌ ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য।' কিচকিচ করে বলল মেঠো ইঁদুর।

'ধন্যবাদের কিছু নেই।' বলল টিনের মানুষ, 'আমার হৃৎপিণ্ড না থাকলেও বুঝতে পারি কার কখন সাহায্যের দরকার। আর সেটা সামান্য ইঁদুর হলেও তাকে সাহায্য করতে আপত্তি নেই আমার।'

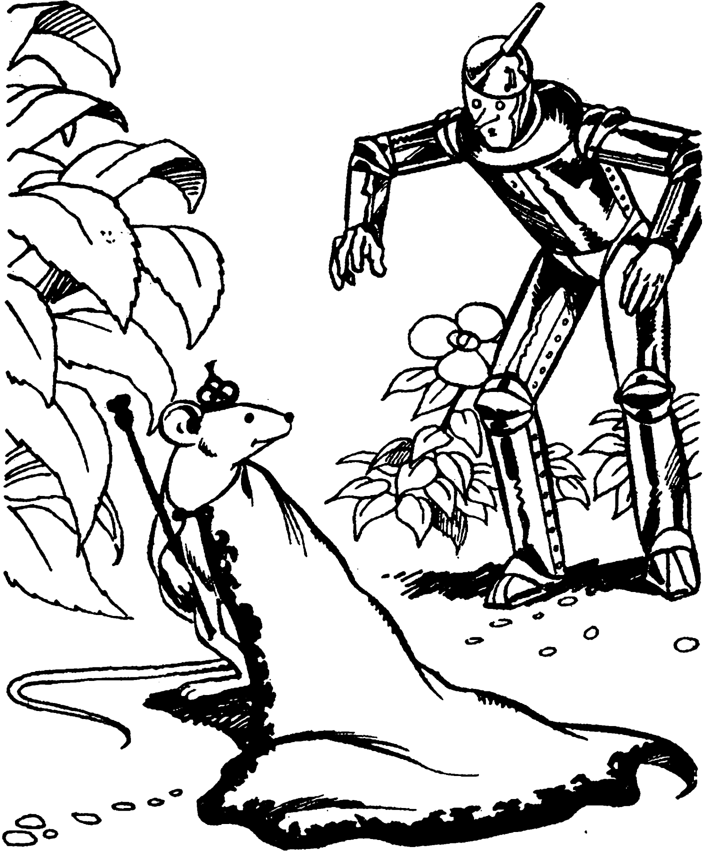
'আমি সামান্য ইঁদুর নই।' গম্ভীর শোনাল ইঁদুরের কণ্ঠ, 'আমি মেঠো ইঁদুরদের রানী। তুমি যেহেতু আমার জীবন বাঁচিয়েছ, বিনিময়ে আমিও তোমার কোনো উপকার করতে চাই।'

ছোট্ট এই ইঁদুর তার কোন্‌ উপকারে আসবে, ভেবে পেল না টিনের মানুষ।

তখন একটা বুদ্ধি এল কাকতাড়ুয়ার মাথায়।

'একটা সাহায্য অবশ্য তুমি আমাদেরকে করতে পার।' বললো সে। 'আমাদের সিংহ বন্ধু পপি ফুলের মাঠের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারবে?'

টিনের মানুষ ভেবে পেল না এত ছোট ইঁদুর কি করে বিশালদেহী সিংহকে তাদের কাছে নিয়ে আসবে। ইঁদুর টিনের মানুষকে মনে করিয়ে দিল সে



আমি মেঠো ইঁদুরদের রানী,

হাজারো ইঁদুরের রানী। কী একটা ইশারা করল সে, সাথে সাথে মাঠ ভরে গেল হাজার হাজার মেঠো ইঁদুরে। নানা দিক থেকে দলে দলে এসেছে তারা। প্রত্যেকের মুখে একটা করে রশি।

দ্রুত কাজে লেগে গেল টিনের মানুষ ও কাকতাড়ুয়া। গাছের ডাল কেটে ঝটপট একটা ঠেলা গাড়ি বানিয়ে ফেলল। তারপর রশির একটা প্রান্ত আলতোভাবে বেঁধে দিল প্রতিটি ইঁদুরের ঘাড়ে, অন্য প্রান্তটা বাঁধা থাকল ঠেলাগাড়ির সঙ্গে। ফলে ঠেলাগাড়ি টেনে নিতে সুবিধে হলো ইঁদুরদের।



প্রত্যেকের মুখে একটা করে রশি

টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়া বসে পড়ল কাঠের ঠেলায়, ইঁদুরের দল গাড়ি টেনে নিয়ে চলল পপি ফুলের মাঠে।

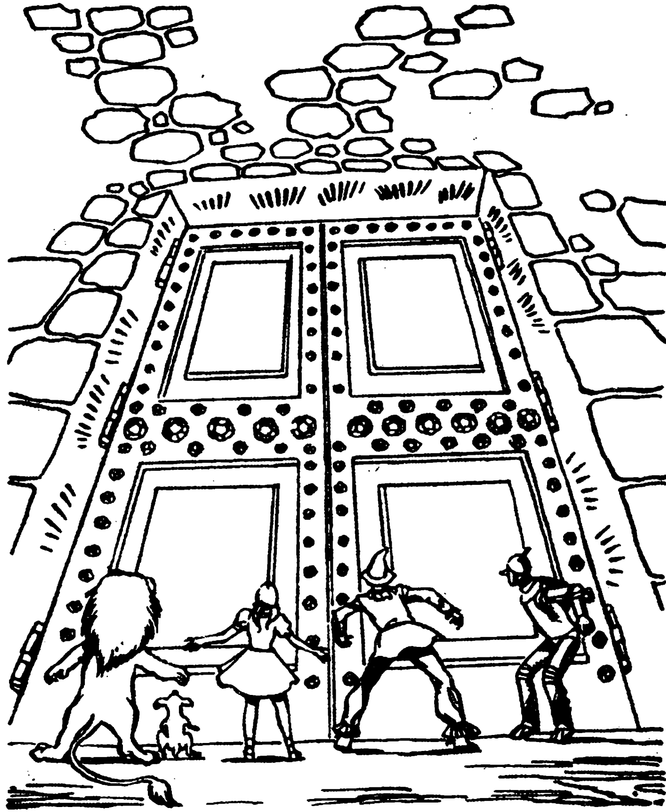
কিছুক্ষণ পরে চলে এল ওরা সিংহের কাছে। আগের মতোই ভোঁস ভোঁস নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বহু কষ্টে সবাই মিলে জানোয়ারটার ভারী শরীর টেনে তুলল ঠেলায়। কাজটা করতে ঘাম ছুটে গেল ইঁদুরদের। ফিরতি পথে টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়াও ইঁদুরদের সাথে গাড়ি টানায় শামিল হলো।



কাজটা করতে ঘাম ছুটে গেল ইঁদুরদের

এদিকে ঘুম থেকে জেগে গেছে ডরোথি ও টোটো। ভয়ঙ্কর পপি ফুলের মাঠ থেকে সিংহকে ওর বন্ধুরা উদ্ধার করে নিয়ে আসছে দেখে সে খুবই খুশি।

বিদায় বেলায় রানী ইঁদুর ওদেরকে কুর্ণিশ করে কিচকিচে গলায় বলল, 'বিদায়। আবার যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমাদেরকে, ফিরে এসো এ মাঠে। ডাক দিও। আমরা চলে আসব তোমাদের ডাকে। সাধ্যমতো সাহায্যের চেষ্টা করব।'


প্রকাণ্ড এক ফটক

## ৮. পান্না নগর

পরদিন সকালে পুব আকাশে সূর্য উঁকি দিতেই ডরোথি তার বন্ধুদেরকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে আকাশের পটভূমিকায় জ্বলজ্বলে সবুজ কী একটা ফুটে উঠতে দেখল ওরা, 'ওটা নিশ্চয় পান্না নগর,' বলল ডরোথি।

ওরা যত সামনে এগোচ্ছে, সবুজের ঔজ্জ্বল্য ততই ক্রমে বেড়ে চলছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘ যাত্রার অবসান হতে চলেছে।

অবশেষে হলুদ ইটের রাস্তার শেষ মাথায় চলে এল ডরোথিরা। সামনে প্রকাণ্ড এক ফটক, পুরোটা পান্না দিয়ে মোড়ানো। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।



জিজ্ঞেস করল কেন তারা পান্না নগরে এসেছে

ফটকের পাশে একটা ঘণ্টা। ডরোথি হাত দিয়ে ঘণ্টা বাজাল। আস্তে আস্তে খুলে গেল বিরাট ফটক। ভেতরে বেশ বড়সড় একটা ঘর। এটাও ঝলমলে পান্না দিয়ে সাজানো। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটখাট একটা মানুষ। তার পরনের পোশাক সবুজ। তার সামনে বড় একটা সবুজ বাক্স। সে ডরোথি আর তার বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করল কেন তারা পান্না নগরে এসেছে।

'আমরা ওজের জাদুকরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' জবাব দিল ডরোথি।



প্রত্যেককে পরিয়ে দিল একজোড়া চশমা

ছোটখাট মানুষটি খুবই অবাক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ছিল, ধপ্ করে বসে পড়ল চেয়ারে। গালে হাত দিয়ে আগডুম বাগডুম কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'বহু বছর পরে মহান জাদুকরের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এল। মনে হচ্ছে তোমরা খুব জরুরি কাজে এসেছ। তবে ফালতু কাজে এসে থাকলে চলে যাও। কারণ খামোখা কাউকে সময় দিতে পারবেন না জাদুকর। অযথা তাকে বিরক্ত করলে তিনি এমন রেগে যাবেন যে তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলবেন।'

কাকতাড়ুয়া বেঁটে লোকটিকে বুঝিয়ে বলল তারা বেহুদা আসে নি, অত্যন্ত

জরুরি উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। বেঁটে মানুষটি জানাল সে ফটকের দারোয়ান, একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব ওজের জাদুকরের সঙ্গে ডরোথিদেরকে দেখা করিয়ে দেওয়া। তবে এই অপূর্ব নগরে ঢোকার আগে সবাইকে চোখে সবুজ চশমা পরতে হবে। নইলে পান্না নগরীর প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যে অন্ধ হয়ে যেতে পারে চোখ।

সে সাবধানে সবুজ বাক্স খুলল। প্রত্যেককে ধরিয়ে দিল একজোড়া চশমা, এমনকি কুকুর টোটোকেও। সবার চোখে চমৎকার মানিয়েছে সবুজ চশমা। ওরা প্রস্তুত হলো পান্না নগরে ঢোকার জন্য।



চকোলেটের রং সবুজ, বিস্কিটের রং সবুজ

## ৯. মহান ওজ

সবুজ চশমায় চোখ ঢাকা থাকলেও অপূর্ব সুন্দর নগরীর শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য দেখে ওরা দারুণ মুগ্ধ। রাস্তার দুই ধারে সারি বাঁধা সবুজ মার্বেল পাথরের তৈরী সুন্দর সুন্দর বাড়ি। তাতে সবুজ পান্না বসানো। ঝলমল করছে সূর্যের আলোতে। রাস্তায় অনেক লোক- পুরুষ, নারী, শিশু, সবার পরনে সবুজ পোশাক। দোকানপাটের অভাব নেই। সবগুলো খোলা। দোকানের ভেতরটা সবুজ রঙে রাঙানো, খেয়াল করল ডরোথি। চকোলেটের রং সবুজ, বিস্কিটের রং সবুজ, এমনকি লেমোনেডের গ্লাসের



প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সৈনিক

রংও সবুজ। পান্না নগরের প্রতিটি মানুষকে মনে হচ্ছে খুব সুখী আর হাসিখুশি।

ফটকের দারোয়ান ডরোথিদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা নগরীর ঠিক মাঝখানে বিরাট এক দালানের সামনে হাজির হয়ে গেল। এটি ওজের প্রাসাদ। প্রাসাদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সৈনিক। পরনে সবুজ রঙের ইউনিফর্ম, দাড়ির রঙ সবুজ।

'এরা সেই আগন্তুক।' বলল ফটকের দারোয়ান, 'মহান ওজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সৈনিক তার পিছু পিছু আসতে বললো ডরোথিদেরকে। ঢুকে পড়ল প্রাসাদে। বললো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। ওদের খবর মহান ওজের কাছে পৌঁছে দেবে সে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ডরোথিরা, তারপর ফিরে এল সৈনিক। তাকে জিজ্ঞেস করল ডরোথি, 'ওজের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না।' জবাব দিল সৈনিক।

'তাকে কোনোদিন সামনা সামনি দেখিনি আমি। তিনি পর্দার পেছনে বসে থাকেন, আমি সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলি। তোমাদের খবর দিয়েছি। জানালেন তোমাদের সবার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলবেন। তবে একেকজনের সঙ্গে একেকদিন দেখা করবেন। কাজেই কয়েকটা দিন তোমাদেরকে প্রাসাদে থাকতে হবে। চলো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।'

পরদিন আগাগোড়া সবুজ পোশাকে ঢাকা এক তরুণী এল ডরোথির কাছে। ডরোথিকে সে চমৎকার একটি সবুজ পোশাক পরতে দিল। টোটোর গলায় বাঁধল সবুজ টাই।

তারপর ওদেরকে নিয়ে সিংহাসন কক্ষের দিকে পা বাড়াল। ওখানে মহান ওজ দেখা করবেন ডরোথির সঙ্গে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে একটি ঘণ্টা বাজল। ডরোথি ঢুকল সিংহাসন কক্ষে। ঘরটি প্রকাণ্ড। দেয়ালগুলো ঝলমলে পান্না দিয়ে মোড়ানো। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটি সিংহাসন।

চেয়ারের মতো দেখতে সিংহাসনটির গায়ে বসানো দামী পাথর থেকে


টোটোর গলায় বাঁধল সবুজ টাই

আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। চেয়ারের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি মাথা। মাথার নিচে কোনো শরীর বা হাত-পা নেই। শুধুই মাথা।

বিরাট মাথাটির দিকে ভয় আর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল ডরোথি। মাথার মাঝখানের চোখ জোড়া আস্তে আস্তে ঘুরল ডরোথির দিকে, নড়ে উঠল মুখ। তারপর একটি কণ্ঠ শোনা গেল, 'আমিই মহান এবং ভয়ঙ্কর ওজ। তুমি কে আর এখানে কেন এসেছ?'

ডরোথি খুব ভয় পেয়েছে। নিজেকে কোনো মতে সামলে নিল। সাহস



চেয়ারের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি মাথা

করে জবাব দিল, 'আমি ডরোথি। আপনার কাছে এসেছি কানসাসে, আমার বাড়িতে কীভাবে ফিরে যাব তা জানার জন্য।'

ওজের চোখজোড়া কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডরোথির দিকে, তারপর বলল 'তুমি রুপোর ওই স্যান্ডেল জোড়া পেলে কোথায় ? আর তোমার কপালে কিসের দাগ ?

ডরোথি জানাল রুপোর স্যান্ডেলের মালিক ছিল পুবের শয়তান ডাইনি, আর কপালের দাগটা চুমুর চিহ্ন। ওজের ভাল ডাইনি জাদুর চুমু এঁকে দিয়েছিল কপালে।



'তার আগে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে'

চোখজোড়া সতর্কভাবে লক্ষ করল ডরোথিকে। তিনবার পিট পিট করল, তাকাল ছাদের দিকে, আবার দৃষ্টি নেমে এল মেঝেতে, কোটরের মধ্যে লাটিমের মতো পাক খেল মণি। ঘরের প্রতিটি কোণ দেখে নিল। মহান ওজ তারপর জবাব দিল, 'তোমাকে কানসাসে ফিরে যাবার ব্যবস্থা আমি করব। তবে তার আগে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। তোমাকে পশ্চিমের শয়তান ডাইনিকে হত্যা করতে হবে।'

ডরোথি তখন কান্না জুড়ে দিল।

আমি কখনো কাউকে হত্যা করি নি।' বলল ও, 'শয়তান ডাইনিকে কীভাবে মারব?'

তা জানি না। তবে শয়তান ডাইনি না মরা পর্যন্ত তুমি কানসাসে ফিরতে পারবে না। শয়তান ডাইনি খুবই খারাপ, তাকে হত্যা করাও কঠিন। এখন যাও, ডাইনিকে হত্যা না করা পর্যন্ত আসবে না।'

মন খারাপ করে ডরোথি বেরিয়ে এল সিংহাসন কক্ষ থেকে। বন্ধুদেরকে বলল কী ঘটেছে। টিনের মানুষ, কাকতাড়ুয়া এবং সিংহ সবার মন খারাপ হলো ডরোথির জন্যে। কারণ মেয়েটিকে তারা কোনো সাহায্য করতে পারছে না।

পরদিন সকালে, সৈনিক কাকতাড়ুয়াকে নিয়ে গেলো সিংহাসন কক্ষে। সে দেখল ঝলমলে সিংহাসনে রত্নখচিত সবুজ মখমলের পোশাক পরে বসে আছে অপূর্ব সুন্দর এক মহিলা। তার কাঁধ ফুঁড়ে বেরিয়েছে একজোড়া সবুজ ডানা। মহিলাকে কুর্নিশ করল কাকতাড়ুয়া। সুন্দরী বলল, 'আমিই মহান ওজ। তুমি কে আর কী চাও আমার কাছে?'

কাকতাড়ুয়া মহিলাকে দেখে খুবই অবাক। ভেবেছিল প্রকাণ্ড কোনো মাথা দেখবে। বিস্ময়ের ভাবটা গোপন করে ওজের প্রশ্নের জবাব দিল কাকতাড়ুয়া। জানাল তার মগজ বলে কিছু নেই। তাই মগজের সন্ধানে এসেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল ওজ। তারপর বলল, 'আমি প্রতিদান না পেলে কারো জন্যে কিছু করি না। তুমি পশ্চিমের ডাইনিকে হত্যা করতে পারলে দেশের সেরা মগজ পাবে। তারপর সবচে বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে।'

কাকতাড়ুয়া জাদুকরের কথা শুনে বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল।

'কিন্তু আপনি তো ডরোথিকে বলেছেন পশ্চিমের ডাইনিকে হত্যা করার জন্যে।' বলল সে।

'বলেছি।' বলল ওজ, 'কে ডাইনিকে হত্যা করল তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে সে না মরা পর্যন্ত তোমার আশা পূরণ হবে না।'

কাকতাড়ুয়া ফিরে এল বন্ধুদের কাছে। জানাল সুন্দরী এক মহিলার বেশে মহান ওজ হাজির হয়েছিলেন তার সামনে। তবে পশ্চিমের ডাইনিকে হত্যা করতে না পারলে মগজ জুটবে না তার ভাগ্যে।

পরদিন সকালে টিনের মানুষের ডাক পড়ল সিংহাসন কক্ষে। এবার



সবুজ মখমলের পোশাক পরে বসে আছে অপূর্ব সুন্দর এক মহিলা

ওজের আবির্ভাব ঘটল ভয়ঙ্কর এক পশুর চেহারায়। হাতির মতো প্রকাণ্ড শরীর তার, মাথাটা গণ্ডারের। তার পাঁচটা হাত, পাঁচটা লম্বা ঠ্যাং। বিশাল শরীর পুরু রোমে ঢাকা। এমন আজব ও ভয়ানক প্রাণী জীবনে দেখে নি টিনের মানুষ।

'আমিই মহান এবং ভয়ঙ্কর ওজ।' গমগম করে উঠল পশুর গলা, 'কে তুমি আর কী চাও?'

টিনের মানুষ বললো তার হৃৎপিণ্ড নেই বলে কাউকে ভালোবাসতে পারে না। হৃৎপিণ্ড থাকলে ভালোবাসতে পারত।



ওজের আবির্ভাব ঘটল ভয়ঙ্কর এক পশুর চেহারায়

এক মিনিট চুপ করে থাকল ওজ, তারপর বললো টিনের মানুষকে চমৎকার একটি হৃৎপিণ্ড দেবে যদি সে পশ্চিমের ডাইনিকে হত্যা করার ব্যাপারে ডরোথি এবং কাকতাড়ুয়াকে সাহায্য করে।

রাজি হবার ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে সিংহাসন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল টিনের মানুষ। কী দেখেছে খুলে বললো বন্ধুদেরকে।

পরদিন সকালে সিংহের পালা এল ওজের সঙ্গে কথা বলার।

সিংহাসন কক্ষে ঢুকে সে আশা করেছিল প্রকাণ্ড মাথা, সুন্দরী নারী কিংবা ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণীকে দেখবে। কিন্তু এসবের কিছুই চোখে পড়ল না।



আগুনের গোলা জ্বলছে ঘরের মাঝখানে

আশ্চর্য হয়ে দেখল আগুনের গোলা জ্বলছে ঘরের মাঝখানে। উত্তাপ এত বেশি যে চোখ ধাঁধানো আলোটার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সিংহ দ্রুত পিছিয়ে গেল আগুনের গোলার সামনে থেকে, এমন সময় কে যেন বলে উঠল শান্ত গলায়, 'আমিই মহান এবং ভয়ঙ্কর ওজ। কে তুমি এবং কী চাও?'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহ জবাব দিল 'আমি এক ভীতু সিংহ। সব কিছুতে ভয় পাই। আপনার কাছে সাহস পাবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। সাহস পেলে আমি সত্যিকারের পশুরাজ হতে পারব।'

আগুনের গোলা দপদপ করে জ্বললো কিছুক্ষণ। তারপর কণ্ঠটি বলল, 'দুষ্টু ডাইনিকে মেরে এসো। আমি তোমাকে সাহস দেব।'



সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে

মহান ওজের ওপরে খুব রাগ হলো সিংহের, কিন্তু বেজায় ভীতু বলে কিছু বলার সাহস পেল না। তাই সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, যোগ দিল বন্ধুদের সঙ্গে।

ডরোথিকে সব কথা খুলে বলার পরে মেয়েটি সিংহের দিকে তাকাল করুণ দৃষ্টিতে।

'এখন আমাদের করণীয় কী ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'করণীয় একটাই।' জবাব দিল সিংহ, 'উইঙ্কিদের দেশে যেতে হবে। ওখানে দুষ্ট ডাইনিটা থাকে। ধ্বংস করতে হবে তাকে।'

'কিন্তু যদি ব্যর্থ হই?' শঙ্কা ডরোথির গলায়।

'তাহলে আমি কোনোদিন সাহস পাব না।' বললো সিংহ।



চার বন্ধু অনেকক্ষণ গুম হয়ে থাকল। ভাবছে।

'আমি কোনোদিন হৃৎপিণ্ড পাব না।' বললো টিনের মানুষ।

'আমি কোনোদিন মগজ পাব না।' বললো কাকতাড়ুয়া।

'আর আমি কোনোদিন বাড়ি ফিরে যেতে পারব না।' ফুঁপিয়ে উঠল ডরোথি।

তারপর চার বন্ধু অনেকক্ষণ গুম হয়ে থাকল। ভাবছে।

আরো অনেকক্ষণ পরে নীরবতা ভাঙ্গল ডরোথি, 'আমার মনে হয় আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। তবে চাচা চাচির কাছে ফিরে যাবার বিনিময়ে কাউকে হত্যা করতে পারব বলেও মনে হয় না।'

ডরোথি আর তার বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিল পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়বে অভিযানে।



গেটের দারোয়ান তাদের চোখ থেকে খুলে ফেলল সবুজ চশমা

# ১০. দুষ্টু ডাইনির খোঁজে

পান্না নগরের ফটকে নিয়ে যাওয়া হলো ডরোথি আর তার বন্ধুদেরকে। গেটের দারোয়ান তাদের চোখ থেকে খুলে ফেলল সবুজ চশমা, আবার ঢুকিয়ে রাখল বাক্সে। ওদের শুভ কামনা করল সে, সতর্ক করে দিল দুষ্টু ডাইনির ব্যাপারে। ডাইনি ভয়ানক ধূর্ত। সুযোগ পেলেই সে ডরোথিদেরকে চাকর বানিয়ে রাখবে।

ফটকের দারোয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু

করল। সূর্যের খরতাপে কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ডরোথি আর সিংহ। ঠাণ্ডা ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়ল ওরা। শোয়ার সাথে সাথে ঘুম। টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়ার ঘুমের প্রয়োজন নেই বলে তারা দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে লাগল। ডরোথি আর সিংহ ঘুমাচ্ছে, দৃশ্যটা পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনি দেখে ফেলল দূর থেকে। তার একটি মাত্র চোখ। তবে শক্তিশালী একটি টেলিস্কোপে সে অনেক দূরের দৃশ্যও পরিষ্কার দেখতে পায়। সে নিজের প্রাসাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিচ্ছিল। এমন সময় চোখে পড়ে গেল ঘুমন্ত ডরোথি ও সিংহকে। সেই সাথে টিনের মানুষ এবং কাকতাড়ুয়াও তার নজর এড়াল না।

ওদেরকে নিজের দেশে দেখে খুবই রেগে গেল ডাইনি। ঘাড়ে ঝোলানো রুপোর বাঁশিতে জোরে শিস বাজাল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার কাছে ছুটে এল একদল নেকড়ে। তাদের ঠ্যাংগুলো লম্বা, চোখ জ্বলছে, মুখে বড় বড় ধারাল দাঁত। 'ওই লোকগুলোর কাছে যাও।' আদেশ করল ডাইনি, 'টুকরো টুকরো করে ফেল সবাইকে।'

'ওদের আপনার চাকর বানাবেন না?' জিজ্ঞেস করল নেকড়ে দলপতি।

'না।' জবাব দিল দুষ্টু ডাইনি।' এদের এক জন টিন দিয়ে তৈরি, অপরজন খড়ের, তৃতীয় জন ছোট্ট একটি মেয়ে, আর শেষেরটা একটা সিংহ। এদের কোনো কাজে লাগবে না আমার। কাজেই তোমরা ওদেরকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলতে পার।'

'বেশ।' বলল নেকড়ে নেতা। সে দল নিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটল।

কাকতাড়ুয়া আর টিনের মানুষ যথেষ্ট সতর্ক। তারা নেকড়েদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ওদেরকে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। শক্ত মুঠিতে নিজের কুঠার চেপে ধরল টিনের মানুষ। নেকড়েদের নেতা তার দিকে ছুটে আসতেই এককোপে কল্লা নামিয়ে ফেলল সে। যে ক'টা নেকড়ে ওদের ওপর হামলার চেষ্টা করল, টিনের মানুষের কুঠারের



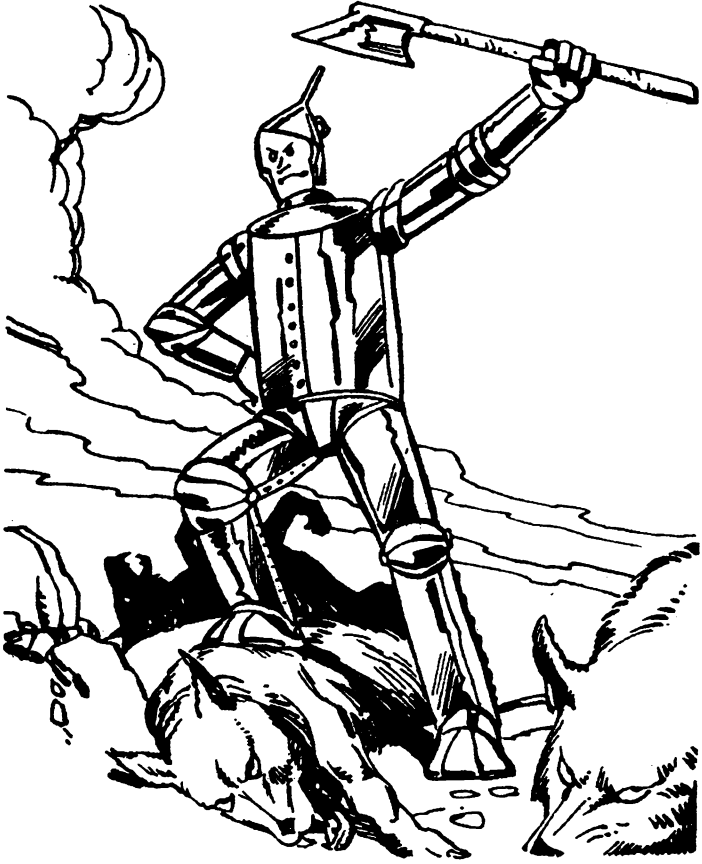
ছুটে এল একদল নেকড়ে

আঘাতে সবাইকে দলনেতার ভাগ্য বরণ করে নিতে হলো। অন্তত চল্লিশটি নেকড়ে মারা পড়ল এভাবে।

টিনের মানুষের কাণ্ড দেখে দুষ্টু ডাইনি রাগে ফেটে পড়ল। সে এবার তার রুপোর বাঁশিতে পরপর দুবার শিস বাজাল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে তার কাছে উড়ে চলে এল বুনো কাকের বিরাট একটা ঝাঁক।

দুষ্টু ডাইনি রাজা কাককে হুকুম দিল, 'ওই আগন্তুকদের কাছে এক্ষুণি চলে



চল্লিশটি নেকড়ে মারা পড়ল

যাও। ঠুকরে ওদের চোখ বের করে আনো, তারপর টুকরো টুকরো করে ফেলো।'

বুনো কাকের দল উড়ে গেল ডরোথি আর তার বন্ধুদের কাছে। দূর থেকে দলটাকে আসতে দেখে খুবই ভয় পেল ডরোথি।

তাকে আশ্বস্ত করল কাকতাড়ুয়া,' এটা আমার যুদ্ধ। আমার পাশে চুপচাপ শুয়ে থাকো। তোমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

সবাই তখন কাকতাড়ুয়ার পাশে শুয়ে পড়ল। সোজা হলো কাকতাড়ুয়া,



তাকে দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেল বুনো কাকেরা

দু'পাশে ছড়িয়ে দিল হাতজোড়া। তাকে দেখে খুবই ভয় পেয়ে গেল বুনো কাকেরা, আর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

রাজা কাক বলল, 'ওটা খড়কুটোর তৈরি মানুষ ছাড়া কিছু নয়। আমি ঠুকরে ওর চোখ তুলে নেবো।'

রাজা কাক উড়ে গেল কাকতাড়ুয়ার কাছে, সে চট করে চেপে ধরল কাকের মাথা। মচকে দিল ঘাড়। মরে গেল কাক। যে ক'টি কাক এল হামলা করতে, রাজা কাকের মতো একই পরিণতি ভোগ করল তারা। প্রত্যেকের



পশ্চিমের ডাইনির এমন রাগ হলো যা লিখে বোঝানো যাবে না

ঘাড় মটকে দিল কাকতাড়ুয়া। এভাবে চল্লিশটি কাক মারা গেল।

দুষ্টু ডাইনি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখল তার বিশ্বস্ত কাকেরা মরে পড়ে আছে স্তূপ হয়ে। এমন রাগ হলো তার যা লিখে বোঝানো যাবে না। সে তার রুপোর বাঁশিতে পরপর তিনবার ফুঁ দিল।

এবার মৌমাছির বিরাট এক ঝাঁক উড়ে এল তার কাছে। দুষ্টু ডাইনি তাদেরকে হুকুম দিল ডরোথি আর তার বন্ধুদেরকে হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলতে।

কাকতাড়ুয়া দেখল মৌমাছিরা আসছে। সে তার শরীরে থেকে খড় খুলে তা দিয়ে ঢেকে দিল ডরোথি, টোটো এবং সিংহকে। ওদের গায়ে হুল ফোটাতে না পেরে টিনের মানুষকে কামড়াতে গেল মৌমাছির দল। কামড় খেয়ে টিনের মানুষ ব্যথা পেল না মোটেই, উল্টো হুল ভেঙে সবগুলো মৌমাছি মরে গেল। শত শত মৌমাছি মরে ছড়িয়ে রইল মাঠে।

এ দৃশ্য দেখে প্রচণ্ড রাগে দুষ্টু ডাইনি রাগে গায়ের কাপড় ছিঁড়তে লাগল আর দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকল। তারপর সে এক ডজন ক্রীতদাসকে তলব করল। এরা সবাই উইঙ্কি। তাদের হাতে ধারাল বর্শা ধরিয়ে দিল ডাইনি। ডরোথিদেরকে খুঁজে বের করে খুন করার নির্দেশ পেল উইঙ্কিরা।

উইঙ্কিরা তেমন সাহসী নয়, কিন্তু দুষ্টু ডাইনির আদেশ মেনে চলতে তারা বাধ্য। তাই লেফট রাইট করতে করতে চলল তারা।

সিংহ উইঙ্কিদেরকে আসতে দেখে গর্জে উঠল বিকট গলায়। ভয়াবহ গর্জনে উইঙ্কিরা এমন ভয় পেল, ডরোথিদেরকে ধরা দূরে থাক, প্রাণ নিয়ে সবাই ছুটে পালাল।

উইঙ্কিদেরকে পালিয়ে আসতে দেখে কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল ডাইনি। কী করবে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর আলমারি থেকে সোনালি টুপিটি বের করল। এ টুপির একটি জাদু আছে। টুপিটি মাথায় পরে তিনবার ডানাঅলা বানরদের নাম ধরে ডাকলেই তারা হাজির হয়ে যাবে। তখন তাদেরকে যে হুকুম দেওয়া হবে, তারা তা পালন করবে। তবে ডানাঅলা বানরদেরকে তিনবারের বেশি হুকুম করা চলবে না। দুষ্টু ডাইনি এর আগে দুবার ব্যবহার করেছে টুপিটি, এবার তার ইচ্ছে পূরণের শেষ সুযোগ।

সোনালি টুপি মাথায় চাপাল ডাইনি, দাঁড়াল বাম পায়ে ভর করে। তারপর গোপন একটি জাদুমন্ত্র আওড়াল সে। সাথে সাথে কালো হয়ে গেল আকাশ, গুম গুম আওয়াজ শোনা গেল দূর থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ডাইনির চারপাশে দেখা গেল প্রকাণ্ডদেহী, শক্তিশালী বানররা এসে ভিড় জমিয়েছে। তাদের সবার পিঠে ডানা আছে। দুষ্টু ডাইনি ডানাঅলা



সিংহ উইঙ্কিদেরকে আসতে দেখে গর্জে উঠল বিকট গলায়

বানরদেরকে হুকুম দিল ডরোথিদেরকে ধ্বংস করতে, শুধু সিংহকে ছাড়া। সিংহকে ধরে এনে ক্রীতদাস বানাবার মতলব তার।

'আপনার আদেশ পালন করা হবে।' বলল নেতা। তারপর লাফ মেরে শূন্যে উঠে পড়ল সে সঙ্গীদেরকে নিয়ে।

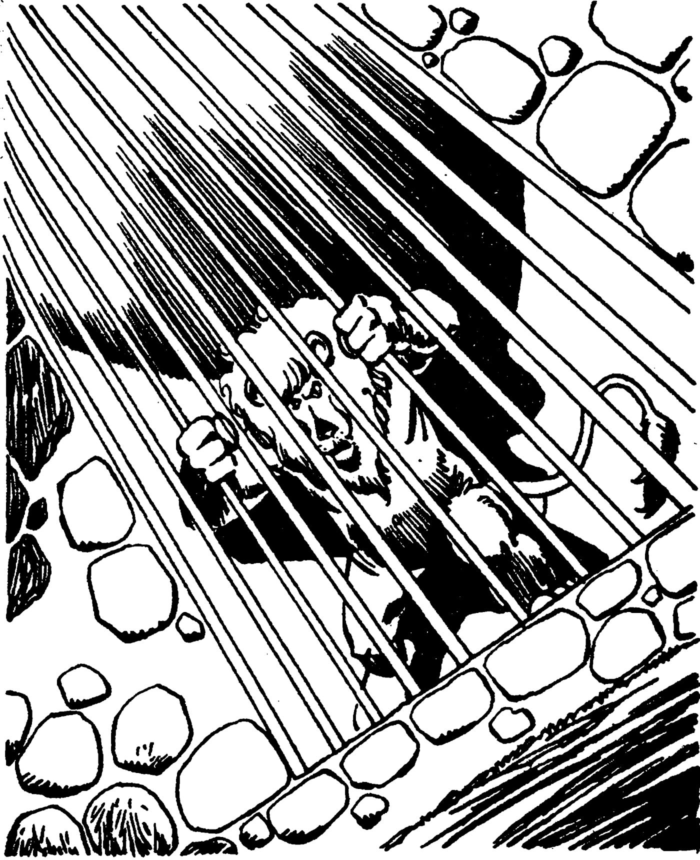
প্রথমে টিনের মানুষকে দেখতে পেল ডানাঅলা বানররা। টিনের মানুষকে খপ করে চেপে ধরল তারা, শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলল। সুঁচালো পাহাড়ের



সুঁচালো পাহাড়ের উপরে উঠে ছেড়ে দিল টিনের মানুষকে

উপরে উঠে ছেড়ে দিল টিনের মানুষকে। অনেক উঁচু থেকে পাহাড় চুড়োয় আছড়ে পড়ল টিনের মানুষ। পতনের চোটে এমন ভাবে দুমড়ে মুচড়ে গেল শরীর যে আর নড়াচড়া করার জো রইল না।

বাকি বানররা ধরে ফেলব কাকতাড়ুয়াকে। লম্বা নখ দিয়ে কাকতাড়ুয়ার জামাকাপড় ছিঁড়ে বের করে ফেলল সমস্ত খড়। তার মাথা থেকেও খড় বের করে নিল তারা। কাকতাড়ুয়ার টুপি, জুতো আর ছেঁড়া জামাকাপড় একটা বাণ্ডিল করে ছুঁড়ে মারল লম্বা একটা গাছের মগডাল লক্ষ্য করে।



উঁচু লোহার খাচার মধ্যে আটকে রাখা হলো সিংহকে

ওখানে বাণ্ডিলটা আটকে রইল।

এই কাজ সেরে বানরের দল সিংহকে রশি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধল। শরীর, মাথা এবং পা কোনো কিছুই বাদ রইল না বন্ধন থেকে। সিংহ নড়তে পারবে না কিংবা কামড় দেওয়াও তার পক্ষে আর সম্ভব নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তারা জানোয়ারটাকে নিয়ে শূন্য পথে উড়াল দিল ডাইনির প্রাসাদের উদ্দেশে। প্রাসাদে ছোট একটি উঠোনে, উঁচু লোহার খাচার মধ্যে আটকে রাখা হলো সিংহকে, যাতে পালাতে না পারে।

তবে ডরোথি বা টোটোর কোনো ক্ষতি করতে পারল না ডানাঅলা বানররা। ডরোথি ভয়ে বিস্ফোরিত চোখে দেখছিল বানরের দল তার বন্ধুদের কী দশা করেছে। বানর নেতা এগিয়ে গেল ডরোথির দিকে। লম্বা, রোমশ হাত বাড়িয়ে দিল ছোট মেয়েটিকে ধরার জন্যে, কুৎসিত মুখে ফুটে আছে পৈশাচিক উল্লাস। কিন্তু ডরোথির কপালে গোল চিহ্নটি চোখে পড়তে থমকে গেল সে। অন্যদেরকে ইশারা করল ডরোথির গায়ে হাত না দেওয়ার জন্যে।

'আমরা এ মেয়ের কোনো ক্ষতি করতে পারব না।' বললো দলনেতা, 'কারণ তাকে শুভশক্তি রক্ষা করছে। এ শক্তি মন্দ শক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। আমরা বড় জোর মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডাইনির কাছে রেখে আসতে পারি।'

বানরের দল সাবধানে ডরোথিকে তুলে নিল পাঁজাকোলা করে, উড়াল দিল আকাশ পথে।

ডরোথির কপালে ভাল ডাইনির চুমুর চিহ্ন দেখে যারপরনাই অবাক দুষ্টু ডাইনি। সেই সাথে চিন্তিতও। কারণ সে জানে এ মেয়ের ক্ষতি করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ডরোথির পায়ে রুপোর স্যান্ডেল দেখে সে ভয়ে রীতিমতো কাঁপতে লাগল। কারণ এ স্যান্ডেলের অপরিসীম জাদুর ক্ষমতার কথাও তার অজানা নেই।

তবে দুষ্টু ডাইনি ধূর্তও কম নয়। সে বুঝতে পেরেছে ডরোথি রুপোর চপ্পলের জাদুর ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাই আপন মনে হাসতে হাসতে সে বলল, 'মেয়েটাকে আমি এখনো আমার ক্রীতদাস বানাতে পারব। কারণ সে একেবারেই জানে না কী প্রচণ্ড ক্ষমতা আছে তার।' ডরোথির দিকে তাকাল ডাইনি। আমার সঙ্গে এসো, আমি যা বলব অক্ষরে অক্ষরে তাই পালন করবে। না হলে টিনের মানুষ আর



চিন্তিত দুষ্টু ডাইনি

কাকতাড়ুয়ার মতো দশা হবে তোমারও।'

ডাইনি ডরোথিকে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকল, চলে এল রান্না ঘরে। ডরোথিকে হুকুম করল থালাবাসন মাজতে, মেঝে পরিষ্কার করতে এবং বড় বড় কাঠের গুঁড়ি চুল্লিতে ঢুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে।

ডরোথি কঠিন কাজগুলো করছে, ওই সময় ডাইনি গেল উঠোনে। সিংহের গলায় ঘোড়ার মতো লাগাম পরাবে। সিংহকে দিয়ে সে গাড়ি টানাবে,



খাঁচার দরজা খুলতেই এমন জোরে গর্জে উঠল সিংহ

যেখানে ইচ্ছে যাবে। কিন্তু খাঁচার দরজা খুলতেই এমন জোরে গর্জে উঠল সিংহ যে ভয়ের চোটে ছুটে পালাল ডাইনি খাঁচার দরজা আটকে দিয়ে।

‘তোকে আমি ঘোড়ার সাজ যদি পরাতে না পারি,’ বলল ডাইনি, ‘না খাইয়ে রাখব। আমার হুকুম তামিল না করা পর্যন্ত খেতে পাবি না।’

এরপর থেকে সে সিংহকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দিল। প্রতিদিন দুপুরে সে খাঁচার দরজার সামনে এল, জিজ্ঞেস করল, ‘কি ঘোড়ার মতো সাজ পরবি?’



খাওয়া শেষ হলে সিংহের পাশে বসে ডরোথি

সিংহ জবাব দিল, 'না। আমার খাঁচার মধ্যে তোকে একবার পেয়ে নি। সাথে সাথে খেয়ে ফেলব।'

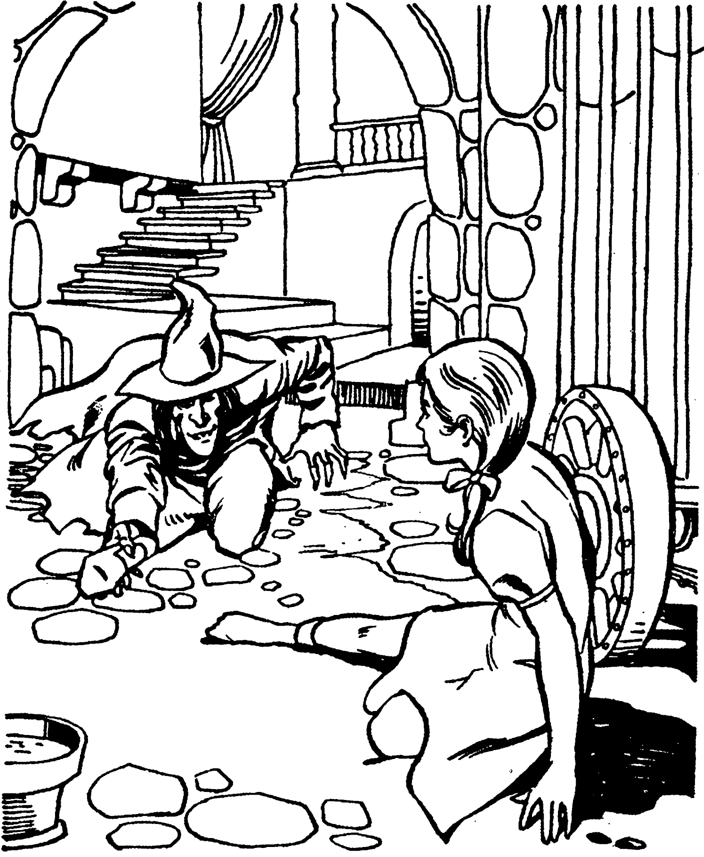
সিংহের অবশ্য ডাইনির আদেশ পালন না করেও কোন অসুবিধে হচ্ছিল না। কারণ রাতের বেলা ডাইনি ঘুমিয়ে পড়লেই ডরোথি আলমারি খুলে সিংহের জন্যে খাবার নিয়ে আসে। খাওয়া শেষ হলে সিংহের পাশে বসে সে, বর্তমান সংকট নিয়ে কথা বলে। পরিকল্পনা করে কীভাবে এ বিপদের

হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাসাদ থেকে বেরুনোর কোনো উপায় তারা খুঁজে পায় না। কারণ প্রাসাদের দরজায় সারাক্ষণ পাহারা দেয় হলুদ উইঙ্কিরা। ডাইনির ভয়ে তার সমস্ত আদেশ পালন করে।

ডরোথি সারাদিন খাটছে। কাজ করতে করতে তার জান কয়লা হয়ে গেল। সে জানে কানসাসে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বাড়ির কথা মনে করে টোটোকে কোলে নিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে ডরোথি। ডরোথির রুপোর চপ্পলের প্রতি ডাইনির লোভ দিন দিন বেড়েই চলেছে। চপ্পল জোড়া হাতাতে পারলে সে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সবাই তাকে আরো বেশি ভয় পাবে, সমীহ করবে। ডরোথির ওপরে তীক্ষ্ণ নজর তার। সুযোগ পেলেই চুরি করবে চপ্পল। ডরোথি শুধু পা থেকে চপ্পল জোড়া খুললেই হলো। কিন্তু ডরোথি শুধু রাতের বেলা, গোসলের সময় চপ্পল খোলে। আর রাতের অন্ধকারে ডরোথির ঘরে যেতে ভয় করে ডাইনির। অন্ধকারের চেয়েও তার বেশি ভয় পানি। তাই ডরোথি গোসল করার সময় ধারে কাছে আসে না ডাইনি। ডাইনি কোনোদিন পানি স্পর্শ করে নি। পানি যাতে শরীরে পড়তে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর তার।

দুষ্টু ডাইনির মাথায় শয়তানি বুদ্ধি কম নেই। সে ডরোথির রুপোর চপ্পল হাতানোর একটা বুদ্ধি বের করে ফেলল। রান্নাঘরের মেঝেতে লোহার একটি খুঁটি পুতল। জাদু দিয়ে অদৃশ্য করে ফেলল ওটাকে। ডরোথি হাঁটতে গিয়ে ঠোকর খাবে অদৃশ্য খুঁটির সঙ্গে, আছাড়ের চোটে পা থেকে খুলে যাবে চপ্পল।

কিন্তু অদৃশ্য লোহার খুঁটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে ডরোথির পা থেকে মাত্র একপাটি চপ্পল ছিটকে গেল। ওটাই চট করে তুলে নিয়ে নিজের পায়ে গলাল ডাইনি। ডরোথি তার চপ্পল ডাইনিকে পরতে দেখে রেগে গেল।


ডরোথির পা থেকে মাত্র একপাটি চপ্পল ছিটকে গেল

তারস্বরে চেঁচাল, 'আমার জুতো ফেরত দাও!'

'দেব না।' খিক খিক হেসে উঠল ডাইনি, 'এটা আমার জুতো, তোমার নয়। আরেকদিন অন্য পাটিও নিয়ে নেব তোমার কাছ থেকে।'

এ কথা শুনে আরো রাগ হলো ডরোথির। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে হাতের কাছে পানির বালতি পেয়ে সমস্ত পানি ঢেলে দিল ডাইনির গায়ে।

গগনবিদারী চিৎকার করে উঠল ডাইনি। ডরোথি আশ্চর্য হয়ে দেখল ছোট



ছোট হতে শুরু করেছে ডাইনির শরীর, গলে যাচ্ছে

হতে শুরু করেছে ডাইনির শরীর, গলে যাচ্ছে।

'আমার কী সর্বনাশ করলে তুমি! চেঁচাল ডাইনি, 'এক মিনিটের মধ্যে গলে যাব আমি।'

'আমি খুব দুঃখিত।' বললো ডরোথি। ওর চোখের সামনে পানিতে মেশানো চিনির মত গলে গেল ডাইনি। গলিত শরীর ছড়িয়ে পড়তে লাগল রান্নাঘরের মেঝেতে। শুধু ডাইনি রুপোর যে জুতো পায়ে দিয়েছিল



সিংহের খাঁচার উদ্দেশ্যে ছুট দিল ডরোথি

সেই পাটি রইল। ডরোথি জুতোটা তুলে নিল মেঝে থেকে, ধুয়ে নিয়ে আবার পায়ে গলাল।

অবশেষে ডাইনির কবল থেকে মুক্তি মিলেছে ডরোথির। এই অদ্ভুত দেশে আর কয়েদির মতো থাকতে হবে না, ধ্বংস হয়ে গেছে পশ্চিমের দুষ্টু ডাইনি। খুশির এ খবর দিতে সিংহের খাঁচার উদ্দেশ্যে ছুট দিল সে।



স্বাধীনতার দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করল

# ১১. মুক্তি

দুষ্টু ডাইনি গলে গেছে শুনে খুবই খুশি হলো সিংহ। ডরোথি খাঁচার দরজা খুলে বের করে আনল তাকে। তারপর ডরোথি উইঙ্কিদেরকে একত্রিত করল। বললো তাদেরকে আর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে না। তারা এখন মুক্ত।

উইঙ্কিরা স্বাধীনতা পেয়ে বেজায় খুশি। কারণ বহু বছর ধরে শক্ত খাটুনি খাটতে হয়েছে তাদেরকে। তারা তাদের স্বাধীনতার দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করল। আনন্দে নাচল, গাইল, ভোজের আয়োজন করল।

'ইস, এখন যদি আমাদের বন্ধু কাকতাড়ুয়া আর টিনের মানুষ সঙ্গে থাকত!' বলল সিংহ, 'তাহলে পুরোপুরি সুখী হতে পারতাম আমি।'

'ওদেরকে উদ্ধার করার কোনো উপায় কি নেই?' প্রশ্ন করল ডরোথি।

'চেষ্টা করে দেখব।' জবাব দিল সিংহ।

ওরা ডেকে পাঠাল উইঙ্কিদের, জানতে চাইল বন্ধুদেরকে উদ্ধার করার জন্যে উইঙ্কিরা কোনো সাহায্য করতে পারবে কিনা।

উইঙ্কিরা বললো ডরোথির জন্যে ওরা মুক্তি পেয়েছে। কাজেই ডরোথিকে যেকোনো সাহায্যে করতে তারা প্রস্তুত।

তারপর উইঙ্কিরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নেমে পড়ল কাকতাড়ুয়া আর টিনের মানুষের খোঁজে।

একটা মালভূমিতে টিনের মানুষের খোঁজ পেল তারা। দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। পাশেই কুঠারটা, কিন্তু ওটার গায়ে জং ধরে গেছে। হাতলও ভাঙা।

উইঙ্কিরা টিনের মানুষকে তুলে নিয়ে এল প্রাসাদে। ডরোথি জানতে চাইল উইঙ্কিদের মধ্যে কেউ কামারের কাজ জানে কিনা। অনেক উইঙ্কিই বলল তারা কামারের কাজ জানে। তারা ঝুড়ি বোঝাই নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে এল প্রাসাদে। সযত্নে পরীক্ষা করল টিনের মানুষকে, ডরোথিকে বললো তারা এমনভাবে মেরামত করে দেবে টিনের মানুষকে যে আর কোনদিন সে ভাঙবে না।

টানা তিনদিন তিন রাত কাজ করল উইঙ্কিরা। হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বাঁকা হাত-পা সোজা করল, ভাঙা মাথাটা ঠিকঠাক বসিয়ে দিল ঘাড়ের ওপর। অবশেষে আগের আকার ফিরে পেল টিনের মানুষ। তার জয়েন্টগুলো আগের চেয়েও ভাল কাজ করছে।

ডরোথির ঘরে হেঁটে ঢুকল টিনের মানুষ। তাকে উদ্ধার করে আনার জন্যে

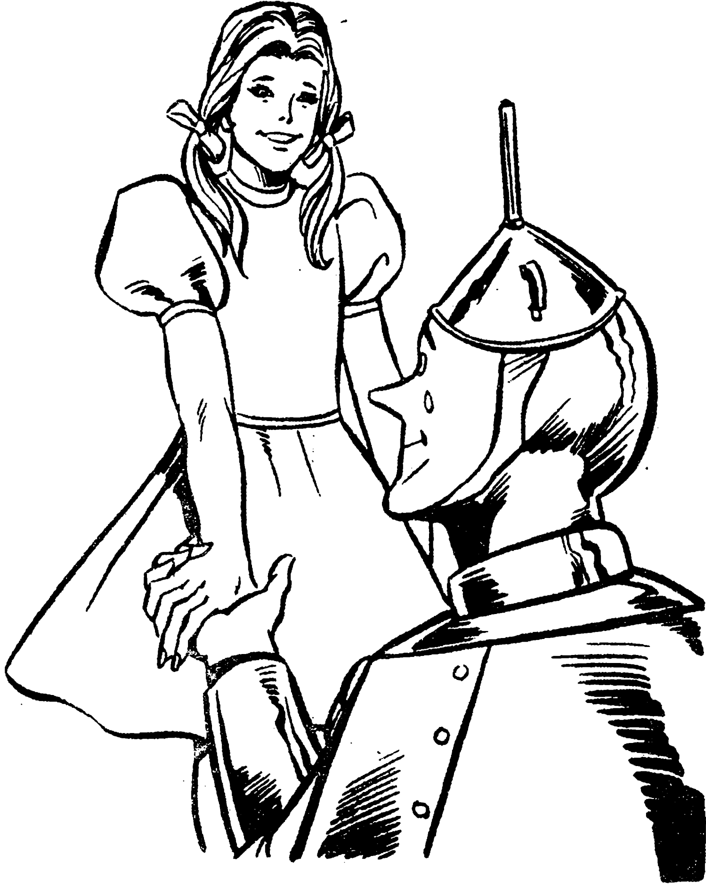


উইঙ্কিরা টিনের মানুষকে তুলে নিয়ে এল প্রাসাদে

ধন্যবাদ দিল। আনন্দে চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে টিনের মানুষের। ডরোথি আর সিংহও পুরানো বন্ধুকে আগের চেহারায় ফিরে পেয়ে দারুণ খুশি। তারা সারাদিন নাচল আর ফূর্তি করল।

'ইস, এখন যদি কাকতাড়ুয়াটা সঙ্গে থাকত!' বলল টিনের মানুষ, 'তাহলে আরো বেশি আনন্দ উপভোগ করতে পারতাম।'

'আমরা ওকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করব।' বলল ডরোথি।



আনন্দে চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে টিনের মানুষের

সে উইঙ্কিদেরকে আবার ডেকে পাঠাল। কাকতাড়ুয়াকে খুঁজে আনতে অনুরোধ করল। উইঙ্কিরা সারাদিন চষে বেড়াল জঙ্গল আর পাহাড়। অবশেষে লম্বা একটা গাছের মগডালে কাকতাড়ুয়ার জামা কাপড়ের বাণ্ডিল খুঁজে পেল। ডানাঅলা বানররা বাণ্ডিলটা এ গাছেই ছুঁড়ে ফেলেছিল। টিনের মানুষ কুঠার দিয়ে দ্রুত কেটে ফেলল গাছ। ডরোথি আর উইঙ্কিরা কাকতাড়ুয়ার জামাকাপড় নিয়ে ফিরে এল প্রাসাদে। ঘরে



উইঙ্কিরা উন্নত মানের খড় পুরতে লাগল জামাকাপড়ের মধ্যে

ঢুকেই উইঙ্কিরা উন্নত মানের খড় পুরতে লাগল জামাকাপড়ের মধ্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সামনে চমৎকার চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাকতাড়ুয়া– আগের চেয়েও তাকে সুন্দর লাগছে দেখতে! সে সবাইকে বারবার ধন্যবাদ দিল তাকে উদ্ধার করে আনার জন্যে।

আবার একত্রিত হলো সকলে, ডরোথি তার বন্ধুদেরকে নিয়ে প্রাসাদে হৈ হুল্লা করে কাটিয়ে দিল কয়েকটা দিন। প্রাসাদে ফুর্তি করার উপকরণ তো

আর কম নেই।

কিছু দিন পরে ওরা সিদ্ধান্ত নিল এবার ওজের দেশে ফিরে যাওয়া দরকার। জাদুকর ওদেরকে যে সব জিনিস দেবে বলেছে সেগুলো এবার চেয়ে নিতে হবে। কারণ ওরা পশ্চিমের ডাইনিকে ধ্বংস করতে পেরেছে।

শুকনো মুখে উইঙ্কিদের কাছ থেকে বিদায় নিল ডরোথিরা। এ ক'টা দিনে উইঙ্কিদের ভালোবেসে ফেলেছিল ওরা। উইঙ্কিরাও পছন্দ করে ফেলেছিল ডরোথিদেরকে। তারা ওদেরকে যাত্রাপথে খাওয়ার জন্যে ঝুরি বোঝাই খাবার আর শোয়ার জন্যে কম্বল দিল। বন্ধুদেরকে নিয়ে পান্না নগরী যাবার ফিরতি পথ ধরল ডরোথি।


'আমরা নির্ঘাত পথ হারিয়ে ফেলেছি'

## ১২. ডানাঅলা বানর

সকাল বেলায় যাত্রা শুরু করেছিল ডরোথিরা, অনেকটা পথ হাঁটার পরেও পান্না নগরের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। ডাইনির প্রাসাদে ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল ডানাঅলা বানররা। তাই ওরা বুঝতে পারছে না সঠিক রাস্তায় যাচ্ছে কিনা বা কোন দিকে যাওয়া ঠিক হবে।

কাটল আরো ক'টা দিন। মাঠ আর জঙ্গল যেন ফুরাচ্ছেই না। কাকতাড়ুয়া অভিযোগের সুরে বলতে লাগল, 'আমরা নির্ঘাত পথ হারিয়ে ফেলেছি।

হায়রে, পান্না নগরে পৌঁছুতে না পারলে কীভাবে আমি আমার মগজ পাব!'

'আর আমি পাব না হৃৎপিণ্ড।' আফসোস টিনের মানুষ গলায়।

'আর আমি পাব না সাহস।' হতাশ সিংহ।

শুধু ডরোথি কোনো মন্তব্য করল না। ঘাসের ওপর বসে কী যেন চিন্তা করছে সে।

'মেঠো ইঁদুরদেরকে ডাক দিলে কেমন হয়?' সমর্থনের আশায় তাকাল সে বন্ধুদের দিকে, 'ওরা হয়তো পান্না নগরের রাস্তার হদিস দিতে পারবে।'

'চমৎকার হয়।' চেঁচিয়ে উঠল কাকতাড়ুয়া, 'ইস্ বুদ্ধিটা যে কেন আগে এলো না মাথায়!'

ইঁদুর রানী ডরোথিকে একটা বাঁশি দিয়েছিল। সে ওই বাঁশিতে ফুঁ দিল। একটু পরে ছোট ছোট পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা, ছুটে আসছে এদিকেই। শত শত ইঁদুর দৌড়ে এল ডরোথির কাছে। সবার সামনে রানী।

'আমার বন্ধুদের জন্যে কী করতে পারি?' কিচকিচে গলায় জানতে চাইল সে।

'আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।' বলল ডরোথি, 'পান্না নগরি কোথায় বলতে পারবে তোমরা?'

'অবশ্যই।' জবাব দিল ইঁদুর রানী, 'কিন্তু সে দেশ এখান থেকে অনেক দূরে। হেঁটে সেখানে পৌঁছুতে গেলে বুড়ো হয়ে যাবে।' হঠাৎ ডরোথির মাথার সোনালি টুপিতে চোখ পড়ল তার। বলল, টুপির সাহায্যে ডরোথি ডানাঅলা বানরদেরকে ডেকে আনলেই ল্যাঠা চুকে যায়। বানররাই ওদেরকে পান্না নগরে পৌঁছে দেবে।

পরামর্শটা মনে ধরল ডরোথির। সোনালি টুপির ভেতরে লেখা গোপন মন্ত্র



ডরোথি ওই বাঁশিতে ফুঁ দিল

দেখে দেখে আবৃত্তি করল সে। একটু পরেই শোনা গেল ডানা ঝাপটানোর শব্দ, দল বেঁধে উড়ে এল ডানাঅলা বানররা। দল নেতা ডরোথিকে কুর্নিশ করে বলল, 'তোমার হুকুম কী?'

ডরোথি জানাল তারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, যেতে চায় পান্না নগরে। তার কথা মাত্র শেষ হয়েছে, বানররা পাঁজাকোলা করে তুলে নিল ডরোথি, টোটো, টিনের মানুষ, কাকতাড়ুয়া এবং সিংহকে। বুকের মধ্যে জড়িয়ে



দল বেঁধে উড়ে এল ডানাওলা বানরেরা

ধরে রেখে তারা ছুটল পান্না নগরে।

পান্না নগরে পৌঁছুতে তেমন সময় নিল না দ্রুতগতির বানরের দল। নগরীর ফটকের সামনে এসে আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিল তারা ডরোথি ও তার বন্ধুদেরকে। বানর রাজা আবার কুর্নিশ করল ডরোথিকে, তারপর দলবল নিয়ে ঝড়ের গতিতে উধাও হয়ে গেল।



মাটিতে নামিয়ে দিল তারা ডরোথি ও তার বন্ধুদেরকে

'দারুণ মজা পেয়েছি বানরদের কোলে চড়ে আসতে।' মন্তব্য করল ডরোথি।

'ঠিক।' সায় দিল সিংহ, 'ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে সোনালি টুপিটা ছিল। নইলে এ জনমেও হয়তো এখানে ফিরে আসতে পারতাম না।'



ঘণ্টা বাজানোর পরে দেখা মিলল ফটকের দারোয়ানের

## ১৩. ভয়ঙ্কর ওজ

ডরোথি তার বন্ধুদেরকে নিয়ে চলে এল পান্না নগরের ফটকের সামনে, ঘণ্টা বাজাল। অনেকক্ষণ ঘণ্টা বাজানোর পরে দেখা মিলল ফটকের দারোয়ানের।

'কী! তোমরা ফিরেও এসেছ!' অবাক হয়ে গেল সে ওদেরকে দেখে। 'হ্যাঁ, আমরা ফিরে এসেছি।' জবাব দিল কাকতাড়ুয়া।

'আমি তো জানতাম তোমরা পশ্চিমের ডাইনির খোঁজে গেছ।' বলল দারোয়ান।



রীতিমত ভিড় জমে গেল ওদেরকে ঘিরে

'ডাইনির খোঁজও পেয়েছি।' জানাল কাকতাড়ুয়া, 'ডরোথি তাকে গলিয়ে ফেলেছে।'

'গলিয়ে ফেলেছে! দারুণ তো!' বলল লোকটা।

সে নিজের ছোট ঘরটিতে নিয়ে এল ওদেরকে, আগের মতোই সবাইকে পরতে দিল সবুজ চশমা। তারপর বড় ফটক পেরিয়ে ওরা ঢুকল পান্না নগরীতে। দারোয়ান লোকজনকে বলল ডরোথি পশ্চিমের ডাইনিকে গলিয়ে দিয়েছে। শুনে সবাই দেখতে এল ওকে। রীতিমত ভিড় জমে গেল ওদেরকে ঘিরে। জনতা মিছিল করে ডরোথিদের পেছন পেছন চলল

ওজের প্রাসাদে।

প্রাসাদের ফটকে পৌঁছার পরে সবুজ দাড়িঅলা সৈনিক ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল। ওদের আগমন সংবাদ ওজকে দিতে গেল।

ডরোথি ভেবেছিল ওদের কথা শোনামাত্র জাদুকর ওকে ভেতরে যেতে বলবে, কিন্তু তা সে করল না। ডরোথিদেরকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হলো, তারপরও মহান ওজের কোনো খবর নেই।

অপেক্ষা করা খুব কষ্টকর ব্যাপার। শেষে ওরা খুবই বিরক্ত হয়ে উঠল, রাগও হলো ওজ ওদেরকে এভাবে বসিয়ে রেখেছে বলে। কাকতাড়ুয়া ওজের কাছে খবর পাঠাল ওজ যদি এক্ষুণি ওদের সঙ্গে দেখা না করে তাহলে ওরা ডানাঅলা বানরদের ডেকে পাঠাবে। তারা তখন ওজকে বাধ্য করবে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্যে। ওজ এতে ভয় পেয়ে গেল। খবর দিল পরদিন সকাল নটা বেজে চার মিনিটে সে ওদের সঙ্গে সিংহাসন কক্ষে দেখা করবে। ডানাঅলা বানরদের সঙ্গে ওজের আগে একবার সাক্ষাৎ হয়েছে। সে জানে তাদের ভয়ঙ্কর ক্ষমতার কথা। জানোয়ারগুলোর সাথে আবার সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে তাই মোটেই তার নেই।

সে রাতে চার জনেরই সহজে চোখে ঘুম এলো না। প্রত্যেকেই ওজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা ভাবল। ডরোথি ঘুমের মধ্যে তার কানসাসের বাড়ি আর চাচা চাচিকে স্বপ্নে দেখল।

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টার সময় সবুজ দাড়ির সৈনিক এল ডরোথিদের কাছে, সিংহাসন কক্ষে নিয়ে যেতে। ডরোথি, টিনের মানুষ, কাকতাড়ুয়া এবং সিংহ ভেবেছিল জাদুকরকে তারা আগের চেহারায় দেখবে। কিন্তু ঘর খালি দেখে ওরা খুবই অবাক। এমন সময় প্রকাণ্ড ছাদের ওপর থেকে গুরু গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে এল:

'আমিই মহান এবং ভয়ঙ্কর ওজ। আমাকে তোমরা খুঁজছ কেন?'

ঘরের চারদিকে তাকাল ওরা, দেখতে পেল না কাউকে। ডরোথি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায়?'



ডরোথি ঘুমের মধ্যে তার কানসাসের বাড়ি আর চাচা চাচিকে স্বপ্নে দেখল

'আমি আছি সবখানে।' বলল কণ্ঠটি, 'তবে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সিংহাসনের সামনে চলে এসো।'

ওরা পা বাড়াল সিংহাসনের দিকে। সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে ডরোথি বলল, 'আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে এসেছি।'

'কিসের দাবি?' জিজ্ঞেস করল ওজ।

ডরোথি জাদুকরের প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল তাকে। বললো



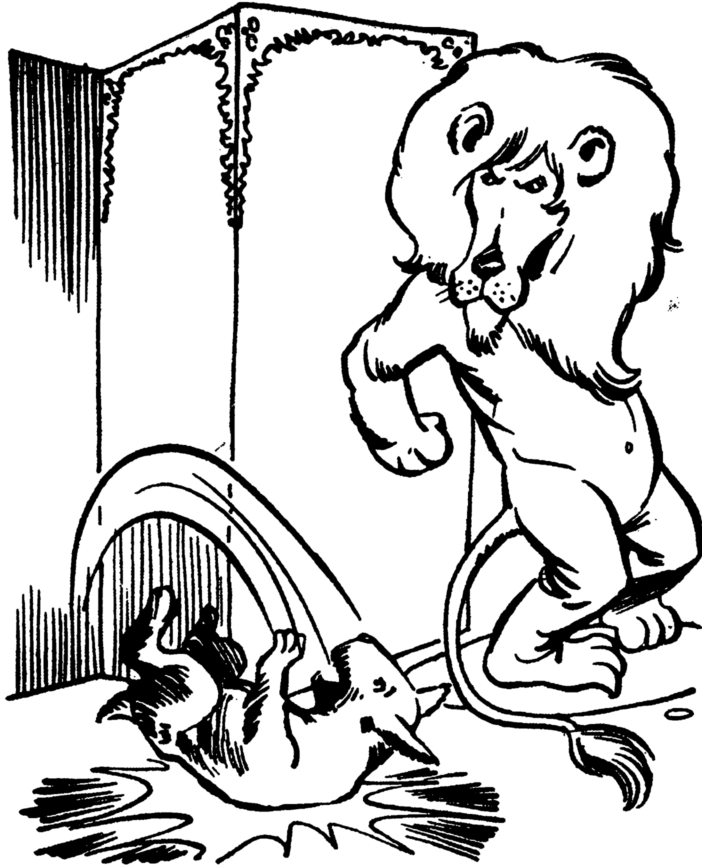
'আমরা আমাদের দাবি আদায় করতে এসেছি।'

জাদুকর কথা দিয়েছিল তাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে, টিনের মানুষকে দেবে হৃৎপিণ্ড, কাকতাড়ুয়াকে মগজ এবং সিংহ পাবে সাহস।

'দুষ্টু ডাইনি কি সত্যি ধ্বংস হয়েছে?' প্রশ্ন করল কণ্ঠটি।

'হ্যাঁ' জবাব দিল ডরোথি, 'আমি তার গায়ে এক বালতি পানি ছুঁড়ে মেরেছিলাম। আমার চোখের সামনে সে গলে গেছে।'

'বাহ্ বাহ্। বেশ বেশ।' তারিফ করল কণ্ঠটি, 'কাল সকালে আবার এসো। আমি বিষয়টি নিয়ে আরেকটু ভেবে দেখি।'


তার হুংকারে এমন ভয় পেল টোটো

কিন্তু কাকতাড়ুয়া এবং টিনের মানুষ আর ভাবাভাবির সময় দিতে রাজি নয়। তারা খুবই রেগে গেল। চিৎকার করতে লাগল এক্ষুণি তাদের দাবি পূরণ করতে হবে। সিংহ ভাবল জাদুকরকে তারও হুমকি দেওয়া উচিত। সে ভয়াবহ এক গর্জন ছাড়ল। তার হুংকারে এমন ভয় পেল টোটো, এক লাফে গিয়ে পড়ল ঘরের এক কোণে টাঙানো পর্দার ওপর। সাথে সাথে পর্দা ছিঁড়ে গেল। আর একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল ওরা। যেখানে একটু আগে পর্দা টাঙানো ছিল সে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বেঁটে খাঁটো



লজ্জায় মাথা নামাল বেঁটে

এক লোক। মাথা ভর্তি টাক তার, মুখে অসংখ্য বলি রেখা। ডরোথিরা যেমন হতভম্ব হয়ে দেখছিল লোকটাকে, ঘটনার আকস্মিকতায় লোকটাও তেমনি অপ্রস্তুত হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে।

টিনের মানুষ হাতের কুঠার বাগিয়ে ধরে তেড়ে গেল বেঁটে লোকটার কাছে, খেঁকিয়ে উঠল, 'কে তুমি?'

'আমি মহান এবং ভয়ঙ্কর ওজ।' কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল বেঁটে, 'দয়া

করে আমাকে মেরো না– তোমরা যা চাও তাই দেব।'

ডরোথিরা জাদুকরের ভূমিকায় এরকম কাউকে মোটেই আশা করে নি। ওরা হাঁ করে তাকিয়েই থাকল।

'আমরা ভেবেছিলাম ওজ হলেন প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের গোলা, ভয়ঙ্কর এক প্রাণী কিংবা সুন্দরী এক নারী।' বলল কাকতাড়ুয়া।

'না, তোমরা ভুল ভেবেছ।' বলল বাঁটুল, 'ওসব ছিল আমার কারসাজি।'

'কারসাজি!' চেঁচিয়ে উঠল টিনের মানুষ, 'তুমি মহান জাদুকর নও?'

লজ্জায় মাথা নামাল বেঁটে, স্বীকার করল সে জাদুকর টাদুকর কিছু না, সাধারণ একজন মানুষ মাত্র। তবে জাদুর কিছু কৌশল জানা আছে তার। ডরোথি আর তার বন্ধুদেরকে বসতে অনুরোধ করল সে। তার অদ্ভুত গল্প শোনাবে।



গল্প শুরু করল জাদুকর

## ১৪. মহান ওজের জাদু

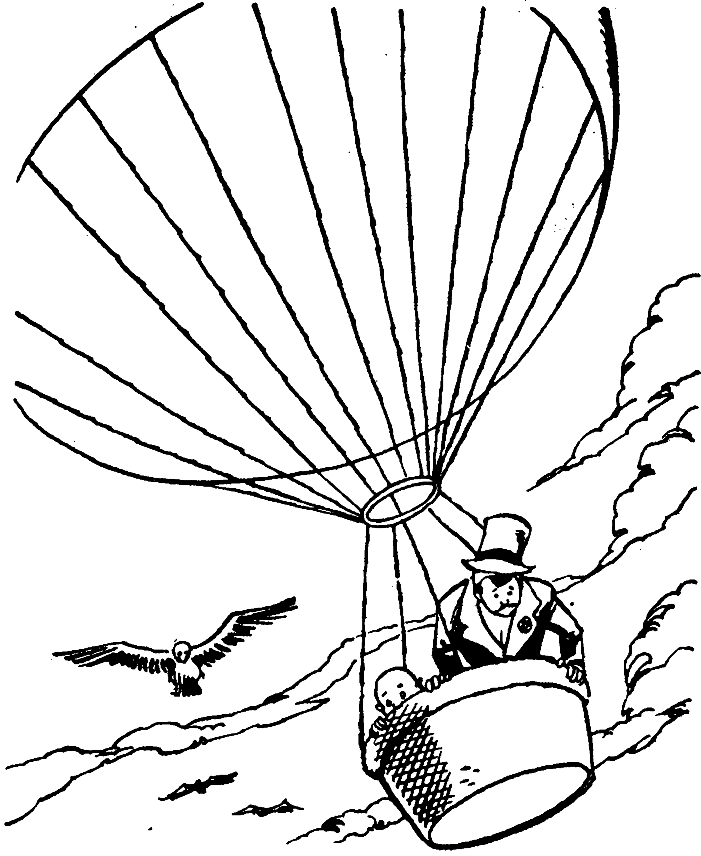
ডরোথি বন্ধুদেরকে নিয়ে আরামদায়ক কতকগুলো কুশনে বসল। গল্প শুরু করল জাদুকর।

'আমার জন্ম ওমাহায়। বড় হয়ে আমি ভেন্ট্রিলোকুইস্ট হই। শিখে নিই মায়া স্বরের ব্যবহার। ভেন্ট্রিলোকুইস্ট হলো এমন এক জন যে বসে আছে ঘরের এক প্রান্তে, কিন্তু মনে হবে ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে কথা বলছে। একেই বলে মায়া স্বর।

এক বড় মাপের শিক্ষক আমাকে এ বিদ্যা শিখিয়েছেন। আমি যে কোনো পশু বা পাখির গলার স্বর নকল করতে পারি।' বলে সে বিড়াল ছানার মতো মিঁউ মিঁউ ডাক ছাড়ল। বেড়ালের ডাক শুনে কান খাড়া করল টোটো। তাকাল এদিক ওদিক। বেড়াল ছানা কোত্থেকে এল দেখতে চায়।

'তবে ভেন্ট্রিলোকুইস্টের পেশা আর ভালো লাগছিল না। ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম একঘেঁয়ে কাজটা করতে গিয়ে। সিদ্ধান্ত নিলাম বেলুনিস্ট হবো। সার্কাসে বেলুনিস্টরা বেলুনে চড়ে লোকজনকে নানা কসরত দেখিয়ে পয়সা কামাই করে। একদিন আমি বেলুনে চড়েছি, হঠাৎ বেলুনের রশি গেল ছিঁড়ে। ধা ধা করে বেলুন উঠতে লাগল আকাশে, আমি লাফিয়ে নামবার সময়ও পেলাম না। বাতাস পেয়ে মেঘের ওপরে উঠে গেল বেলুন, হঠাৎ ঝড়ো বাতাস হামলা চালাল। ঝড়ের টানে বেলুন মাইলের পর মাইল ভেসে চলল। টানা একদিন একরাত চলল ঝড়। দ্বিতীয় দিন ভোর বেলায় ঘুম থেকে জেগে দেখি বেলুন আমাকে নিয়ে এসেছে এই অদ্ভুত রাজ্যে।

'বাতাসের টান নেই বলে আস্তে আস্তে মাটিতে নামতে লাগল বেলুন। ধীরগতিতে নেমে এল বলে ব্যথা পেলাম না। দেখলাম আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অদ্ভুত লোকজন। তারা আকাশ থেকে খসে পড়তে দেখেছে আমাকে। ধরে নিয়েছে মস্ত এক জাদুকর আমি। আমিও তেমনটি ভান করলাম ওদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে। কাজ হলো এতে। ভয় পেয়ে বললো আমি যা হুকুম করব তাই পালন করবে তারা। আমি আদেশ দিলাম এই নগর এবং প্রাসাদ বানানোর জন্যে। তারা আমার হুকুম তামিল করল। এদেশের সবকিছু সবুজ আর সুন্দর বলে এর নাম রাখলাম পান্না নগর। নামটির সার্থকতার জন্যে নগরবাসীর সবার চোখে পরিয়ে দিলাম সবুজ চশমা। ফলে সব কিছু সবুজ দেখতে লাগল তারা।'



বেলুন আমাকে নিয়ে চলেছে এই অদ্ভুত রাজ্যে

‘এখানকার সব কিছু সবুজ নয়?’ জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

‘এ শহর আর দশটা শহরের মতোই।’ জবাব দিল ওজ, ‘তবে চোখে সবুজ চশমা লাগালেই সব কিছু সবুজ মনে হবে তোমাদের কাছে। আমার বয়স যখন কম ছিল ওই সময় আমি পান্না নগর তৈরি করি। এখন বুড়ো হয়ে গেছি। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে সবুজ চশমা পরে থাকতে থাকতে লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে এটি সত্যি পান্না নগরী। আমি এদেশের লোকজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি, তারাও আমাকে সম্মান করে। তবে প্রাসাদ তৈরি হবার পর থেকে আমি বাইরে যাইনি, কারো



'এখানকার সব কিছু সবুজ নয়?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

সঙ্গে দেখাও করি নি।

আমার সবচে' ভয় ছিল ডাইনিদের শয়তানি শক্তি নিয়ে। আমার কোনো জাদুর ক্ষমতা নেই। তাই জানতাম ওরা আমাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বহুদিন ওদের ভয়ে আধমরা হয়ে থাকতে হয়েছে আমাকে। যেদিন শুনলাম পুবের দুষ্টু ডাইনি তোমার বাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে, খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার কাছে আসার পরে ইচ্ছে করে শর্ত দিয়েছিলাম পশ্চিমের ডাইনিকে ধ্বংস করতে পারলে বাড়ি ফেরার উপায় বাতলে দেব। তুমি তাকে ধ্বংস করেছ। কিন্তু দুঃখের সাথে জানাচ্ছি তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ক্ষমতা আমার আসলে নেই।'



'আমি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল তবে জাদুকর হিসেবে যাচ্ছেতাই।'

'তুমি তো দেখছি খুবই খারাপ মানুষ।' রাগ হলো ডরোথির, 'না, না। আমাকে ভুল বুঝো না। আমি মানুষ হিসেবে খুবই ভাল তবে জাদুকর হিসেবে যাচ্ছেতাই।' বলল ওজ।

'আমাকে তাহলে মগজ দেবে না?' জানতে চাইল কাকতাড়ুয়া।

'মগজের কোনো দরকার নেই তোমার। তোমার মাথায় যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। প্রতিদিনই তুমি কিছু না কিছু শিখছ। অভিজ্ঞতাই মানুষকে বুদ্ধিমান করে তোলে।'



'ওহ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ,'

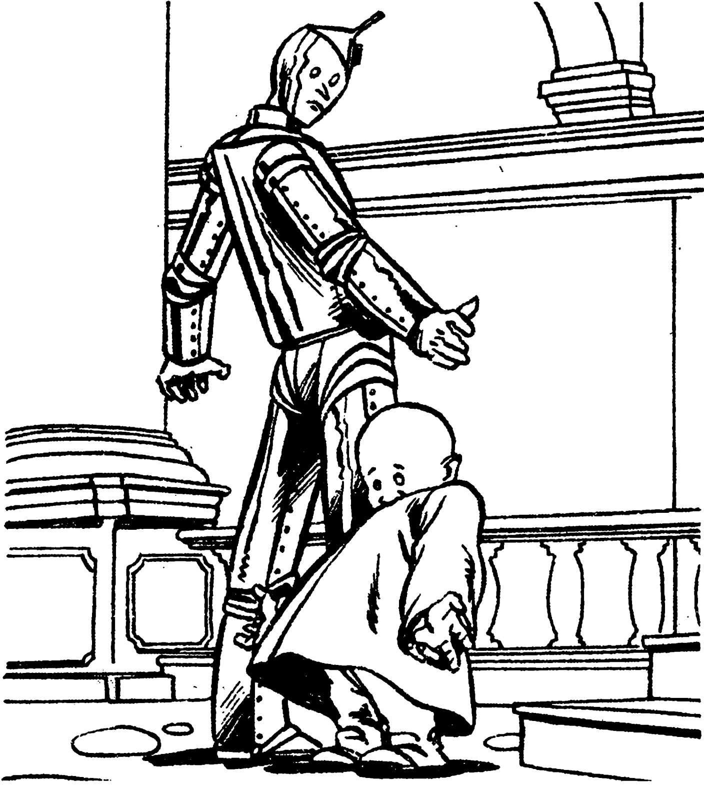
'তোমার কথা হয়তো ঠিক।' বললো কাকতাড়ুয়া, 'কিন্তু আমাকে খানিকটা মগজ না দিলে আমি মোটেই সুখী হতে পারব না।'

'বেশ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওজ, 'আমি জাদুকর নই বললামই তো। তবু যখন ছাড়বে না তবে কাল সকালে একবার এসো। তোমার মাথায় কিছু মগজ দিয়ে দেব।'

'ওহ, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' খুশিতে লাফিয়ে উঠল কাকতাড়ুয়া।

'আর আমার সাহসের কী হবে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সিংহ।

'তোমার অনেক সাহস আছে। শুধু যা দরকার তা হলো আত্মবিশ্বাস। বিপদে পড়লে সবাই ভয় পায়। আর ভয় পেয়েও যে বিপদের মোকাবেলা করতে পারে, সে-ই সত্যিকারের সাহসী। আর সে রকম সাহসের অভাব



'আমার হৃৎপিণ্ডের কী হবে?'

নেই তোমার।'

'তা হয়তো নেই,' বলল সিংহ, 'কিন্তু আমি আগের মতোই ভীতু রয়ে গেছি। আমাকে খানিক সাহস দাও যাতে ভয় ভুলতে পারি।'

'বেশ। কাল সকালে তুমি সাহস পাবে।' বলল ওজ।

'আর আমার হৃৎপিণ্ডের কী হবে?' প্রশ্ন করল টিনের মানুষ।

'তোমার হৃৎপিণ্ড নেই বলে ভালই হয়েছে। যাদের হৃৎপিণ্ড আছে তাদের কেউ সুখী নয়।'

'এ তোমার একান্তই নিজস্ব মতামত।' বলল টিনের মানুষ, 'কিন্তু আমি হৃৎপিণ্ড না পেলে সারাজীবন অসুখীই থেকে যাব।'



ওরা যে যার ঘরে ঢুকল দাবি পূরণ হবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে

'ঠিক আছে।' বলল ওজ, 'কাল সকালে এসো। পেয়ে যাবে হৃৎপিণ্ড।'

এরপরে ডরোথি জানতে চাইল তার কানসাসে ফেরার কী হবে।

ওজ বলল ডরোথির সমস্যা সমাধানে তাকে আরো ক'টা দিন সময় দিতে হবে। সে সবাইকে আরো কিছুদিন তার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করতে বললো। এর মধ্যে ভেবেচিন্তে ডরোথির বাড়ি ফেরার উপায় বের করে ফেলবে ওজ। অনুরোধ করল কেউ যেন তার গোপন কথা ফাঁস করে না দেয়।

সবাই প্রতিশ্রুতি দিল ওজের গোপন কথা গোপনই থাকবে, এ ব্যাপারে কারো কাছে মুখ খুলবে না তারা। নাচতে নাচতে ওরা যে যার ঘরে ঢুকল দাবি পূরণ হবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে।



ছোটখাট মানুষটি জানালার ধারে বসে আছে

## ১৫. তিনটি দাবি পূরণ করল ওজ

পরদিন সকালে ওজের সঙ্গে দেখা করতে গেল কাকতাড়ুয়া মগজ পাবার জন্যে। সিংহাসন কক্ষের সামনে দাঁড়াল সে, দরজার কড়া নাড়ল। 'ভেতরে এসো।' বলল ওজ।

ভেতরে ঢুকল কাকতাড়ুয়া। দেখল ছোটখাট মানুষটি জানালার ধারে বসে আছে।

'আমি মগজ নিতে এসেছি।' জানাল কাকতাড়ুয়া।



মাথা থেকে বের করে ফেলল খড়কুটো

'তোমার কথা মনে আছে আমার।' বলল ওজ, 'মগজ ঠিক জায়গায় বসাতে হলে আগে মুণ্ডুটি ধড় থেকে আলাদা করতে হবে।'

'ঠিক আছে।' বলল কাকতাড়ুয়া, 'তুমি অনায়াসে আমার মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা করতে পার। তবে মগজ দেওয়ার পরে মুণ্ডু আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দেবে।'

জাদুকর কাকতাড়ুয়ার মুণ্ডু আলাদা করে ফেলল ধড় থেকে। মাথা থেকে বের করে ফেলল খড়কুটো। তারপর পেছনের ঘরে ঢুকল সে। একটা বাটিতে হালুয়ার সাথে অনেকগুলো পিন আর সুই মেশাল। মিশ্রণটা বারবার

ঝাঁকাল জাদুকর। তারপর থকথকে জিনিসটা ভরে দিল কাকতাড়ুয়ার ফাঁকা মাথায় এবং বাকি জায়গাটুকুতে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল খড়।

ঘাড়ের ওপর মাথাটা আবার বসিয়ে দেওয়ার পরে ওজ বললো, 'আজ থেকে তুমি খুব বুদ্ধিমান মানুষ। কারণ তোমার চমৎকার মগজ আছে।'

কাকতাড়ুয়া দারুণ খুশি হলো, সেই সাথে গর্ববোধও করল। বারবার ধন্যবাদ দিল জাদুকরকে। ডরোথি দেখল কাকতাড়ুয়ার মাথা থেকে বেরিয়ে আছে অসংখ্য পিন আর সুই। অবাক হয়ে গেল সে কাকতাড়ুয়ার এ দশা দেখে।

'এখন কেমন লাগছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

'নিজেকে জ্ঞানীগুণী মানুষ মনে হচ্ছে।' জবাব দিল কাকতাড়ুয়া, 'আমার মগজ নিয়ে যখন অভ্যস্ত হয়ে যাব তখন সব কিছু জানতে পারব।'

'বেশ, এবার আমি ওজের কাছে যাচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে আসতে।' বললো টিনের মানুষ। সে সিংহাসন কক্ষের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল।

ওজ স্বাগতম জানাল টিনের মানুষকে। বললো তাকে চমৎকার একটি হৃৎপিণ্ড দেবে। সে টিনের মানুষের বুকের বাম পাশে ছোট একটি গর্ত করল। তারপর ঢুকল পেছনের ঘরে। মখমল আর কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী চমৎকার একটি হৃৎপিণ্ড নিয়ে এল।

'সুন্দর হৃৎপিণ্ড না?' জিজ্ঞেস করল ওজ।

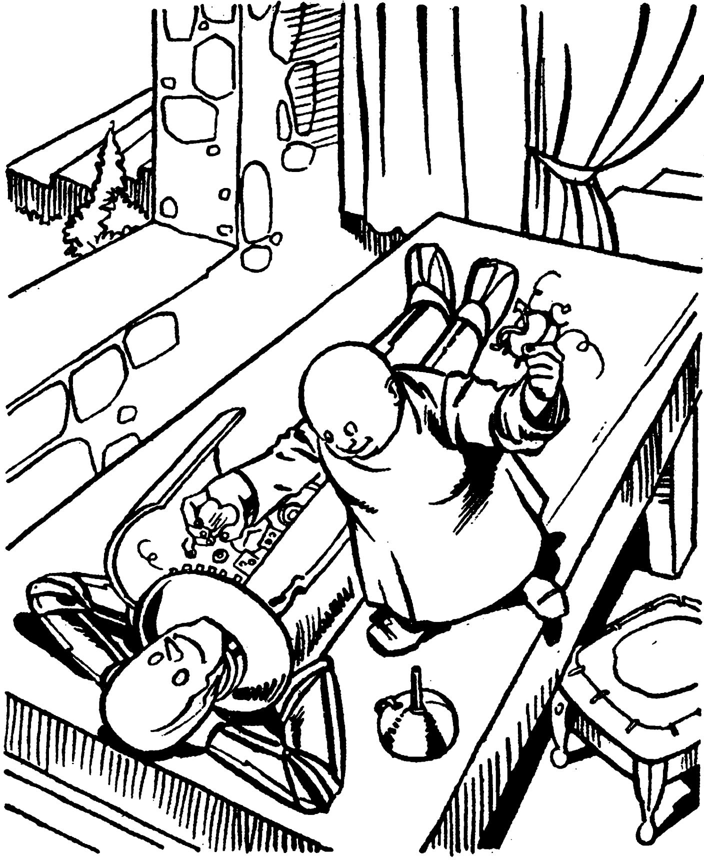
'খুবই সুন্দর।' জবাব দিল টিনের মানুষ।

'কিন্তু এ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দয়ামায়া আছে কি?'

'অবশ্যই,' বলল ওজ। সে হৃৎপিণ্ডটি টিনের মানুষের বুকে বসাল, তারপর গর্তটা বুজে দিল এক খণ্ড টিন দিয়ে। বলল সে, 'এবার তুমি এমন এক হৃৎপিণ্ড পেয়েছ যা নিয়ে গর্ব করতে পারবে।'

ওজকে ধন্যবাদ দিল টিনের মানুষ, ফিরে এল বন্ধুদের কাছে।

এরপর সিংহের পালা। সে সাহস নিতে গেল ওজের কাছে। সিংহাসন কক্ষের দরজায় কড়া নাড়তেই ভেসে এল জাদুকরের গলা, 'ভেতরে এসো।'

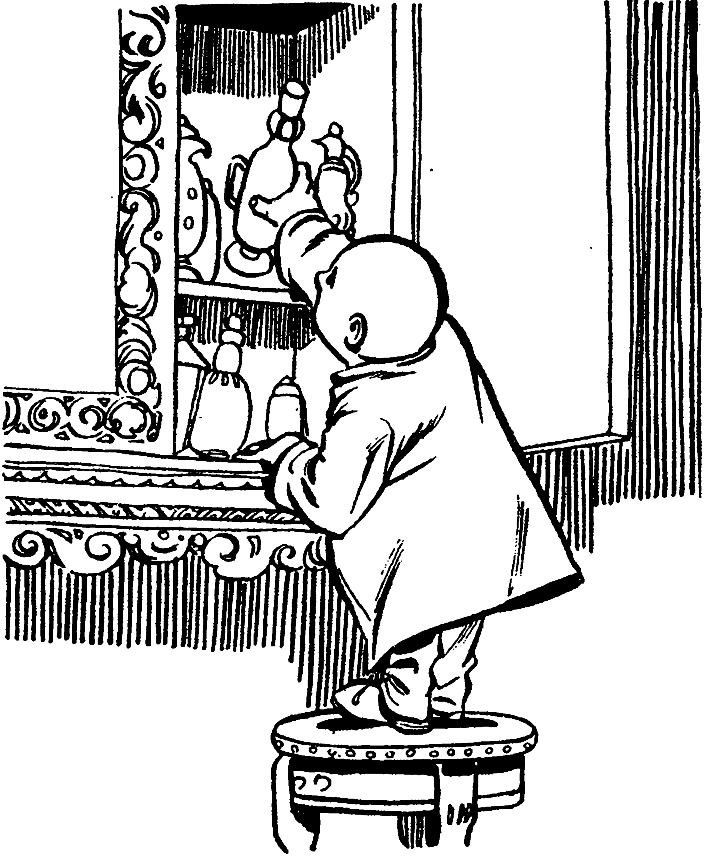


সে টিনের মানুষের বুকের বাম পাশে ছোট্ট একটি গর্ত করল

‘আমি সাহস নিতে এসেছি।’ ঘরে ঢুকেই বলল সিংহ।

‘বেশ।’ বলল ওজ, তোমার জন্যে সাহসের ব্যবস্থা করছি।’

সে আলমারি থেকে সবুজ রঙের চৌকো একটা বোতল নামাল। ভেতরের তরল জিনিসটা ঢালল সবুজ একটি পাত্রে। ওটা নিয়ে এল সিংহের সামনে। গন্ধটা নাকে যেতে নাকের ফুটো কুঁচকে গেল তার। চেহারা দেখে মনে হলো গন্ধটা পছন্দ হয়নি। জাদুকর বললো, ‘এটা এক চুমুকে খেয়ে ফেলো।’



সে আলমারি থেকে সবুজ রঙের চৌকো একটা বোতল নামাল

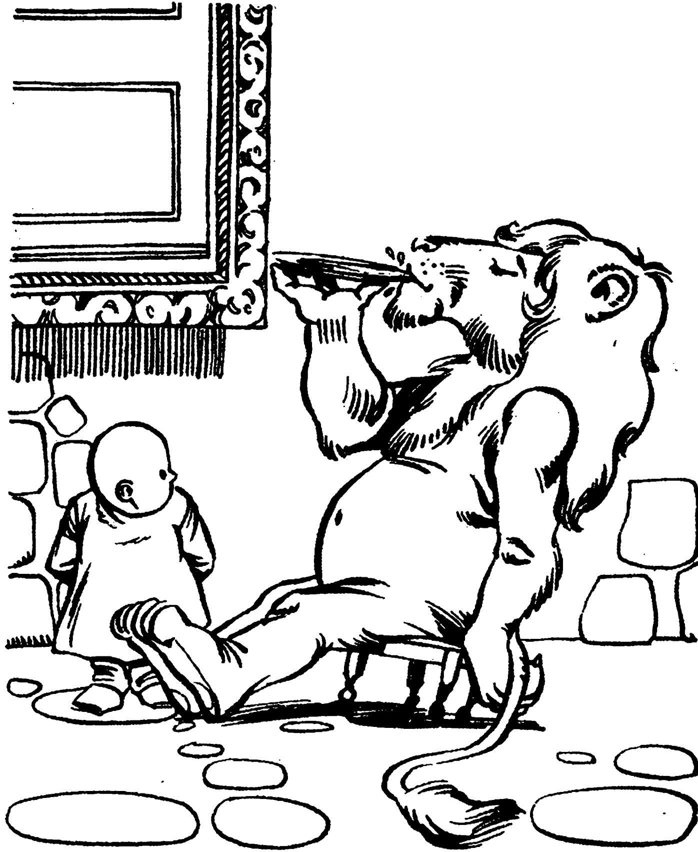
'কী এটা?' জানতে চাইল সিংহ।

'এ জিনিস পেটে যাওয়া মাত্র তুমি সাহসী হয়ে উঠবে। তুমি তো জানো সাহস সব সময় শরীরের ভেতরে থাকে। কাজে এ জিনিস পান না করা পর্যন্ত একে ঠিক সাহস বলা যাবে না। এক চুমুকে খেয়ে নাও তো!'

সিংহ আর আপত্তি করল না। এক চুমুকে খালি করে ফেলল পাত্র।

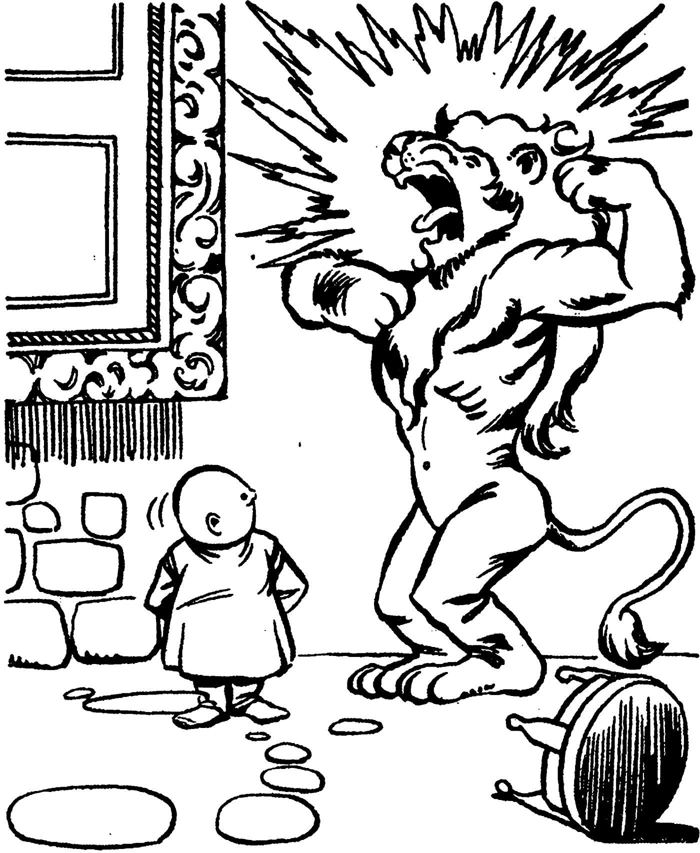
'এখন লাগছে কেমন?' জিজ্ঞেস করল ওজ।

'মনে হচ্ছে আমার শরীরের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে সাহসের স্রোত



সিংহ এক চুমুকে খালি করে ফেলল পাত্র

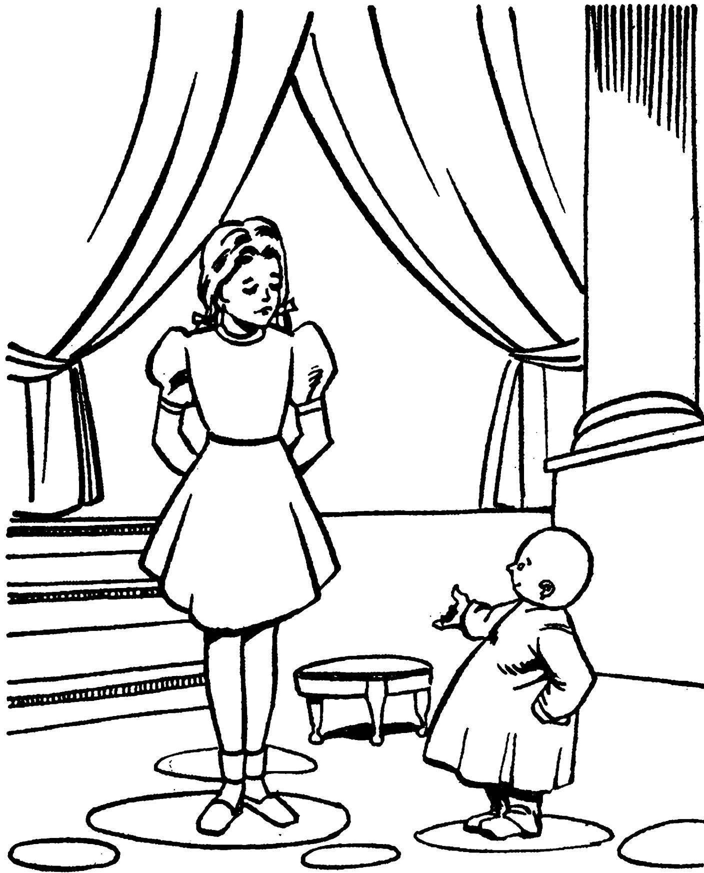
বইছে।' জবাব দিল সিংহ। লাফাতে লাফাতে সে বন্ধুদের কাছে গেল খবরটা দিতে। সিংহ চলে যাবার পরে মুচকি হাসি ফুটল ওজের ঠোঁটে। ওরা যে যা চেয়েছে সবার দাবি পূরণ করেছে সে। ওদেরকে খুশি করা সম্ভব হয়েছে কারণ ওদের বিশ্বাস ওজ তাদের দাবি পূরণ করতে পারে। কিন্তু ওজ জানে সবচে' কঠিন কাজটি বাকি রয়ে গেছে এখনো। ডরোথিকে কানসাসে ফেরত পাঠাতে হবে। কাজটা আদৌ সম্ভব হবে কিনা জানে না ওজ। তার মুখের হাসি মুছে গেল। চেহারায় ফুটে উঠল উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা।



সিংহ ঘোষণা করল পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার আর ভয় নেই

## ১৬. যেভাবে উড়ে গেল বেলুনটি

তিনটে দিন কেটে গেল। ওজের কাছ থেকে কোনো খবর পেল না ডরোথি। চিন্তায় পড়ে গেল মেয়েটি। কাকতাড়ুয়া নতুন মগজ পেয়ে খুশিতে ধেই ধেই নাচছে। সে কী কী করবে তার পরিকল্পনার কথা বলে বেড়াচ্ছে সবাইকে। হাঁটার সময় টিনের মানুষ টের পায় বুকের সাথে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ডরোথিকে বলেছে সে একদিনেই বুঝতে পেরেছে কিভাবে নম্র ও ভদ্র হয়ে থাকতে হবে, সকলের প্রতি দেখাতে হবে দয়া। সিংহ ঘোষণা করল পৃথিবীর কোনো কিছুতে তার আর ভয় নেই,



'বসো, মাই ডিয়ার'

সেনাবাহিনী কিংবা এক ডজন ভয়ঙ্কর প্রাণী তার সঙ্গে লড়তে এলে সে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে পূরণ হয়েছে, ডরোথি ছাড়া। বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যাকুলতা তার দিন দিন বেড়েই চলল।

চার দিন পরে ওজ ডেকে পাঠাল ডরোথিকে। সিংহাসন কক্ষে ঢোকার পরে খুশি গলায় জাদুকর বলল তাকে, 'বসো, মাই ডিয়ার। তোমাকে এ দেশ থেকে নিয়ে যাবার একটা উপায় পেয়েছি।'

'কানসাসে ফিরে যেতে পারব তো?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইল ডরোথি। 'কানসাসে ফিরে যেতে পারবে কিনা বলতে পারব না। কারণ ও জায়গাটা

আমি চিনি না। তবে আগে মরুভূমি পার হতে হবে, তাহলে বাড়ির রাস্তা খুঁজে পাবে সহজে। আর মরুভূমি পার হবার রাস্তা একটাই আছে– বেলুনে চড়া। বেলুনে চড়ে মরুভূমি পার হয়ে যেতে পারবে তুমি। আমার বিশ্বাস তোমাকে একটা বেলুন বানিয়ে দিতে পারব।'

'কিভাবে বানাবে?' ডরোথির প্রশ্ন।

'বেলুন বানাতে হয় রেশমী কাপড় দিয়ে।' জবাব দিল ওজ, 'আঁঠা দিয়ে আটকাতে হয় কাপড়। তারপর গ্যাস ভরতে হয় ওতে। আর এ শহরে রেশমী কাপড়ের অভাব নেই। বেলুন বানাতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু মুশকিল হলো গ্যাস নেই। গ্যাস না থাকলে বেলুন উড়বে কিভাবে?'

'আর বেলুন না উড়লে মরুভূমিও পার হতে পারব না।' মন্তব্য করল ডরোথি।

'ঠিক বলেছ।' মাথা ঝাঁকাল ওজ, 'তবে বেলুন বাতাসে ওড়ানোর আরেকটা উপায় আছে। গরম বাতাস ভরব। যদিও গরম বাতাস গ্যাসের মতো ততোটা কাজের নয়। কারণ বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বেলুন নেমে আসতে পারে মরুভূমির বুকে। তখন আমরা হারিয়ে যাব।'

'আমরা!' চেঁচিয়ে উঠল ডরোথি, 'তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ নাকি?'

'অবশ্যই যাব।' বলল ওজ, 'ছদ্মবেশ ধরে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। আমি চাইনা আমার লোকেরা জেনে যাক আমি জাদুকর নই। এখানে থাকার চেয়ে তোমার সঙ্গে কানসাসে গিয়ে ফের সার্কাস দলে ঢোকা ঢের ভাল।'

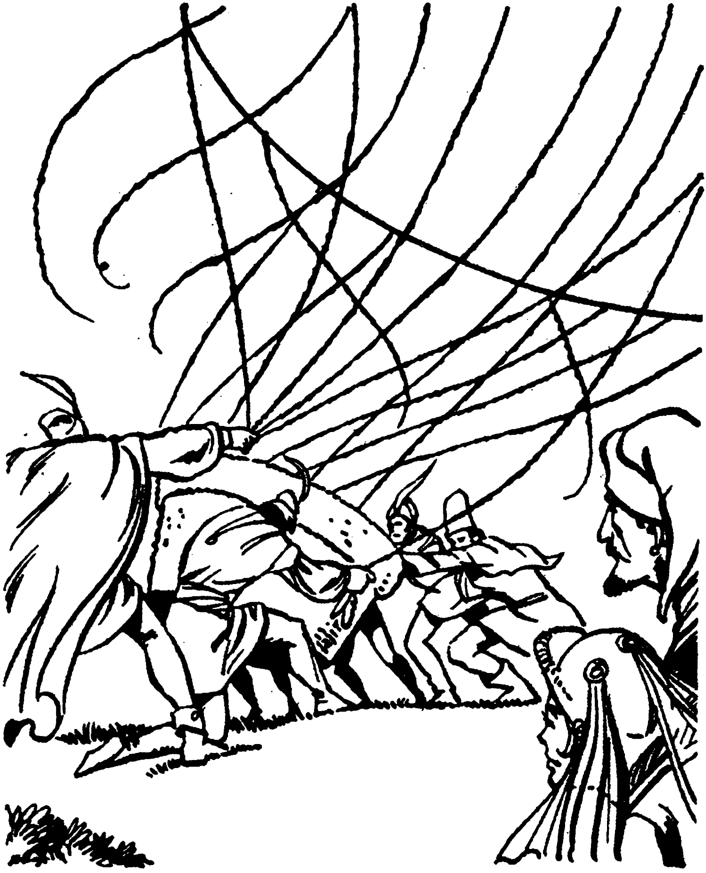
ডরোথিকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল ওজ। রেশমী কাপড় কাটলো, এক সঙ্গে কাটা অংশগুলো জোড়া দিল। তারপর ওজ তার এক সৈনিককে পাঠাল বড় কাপড়ের ঝুড়ি নিয়ে আসতে। ঝুড়িটা বেলুনের নিচের অংশে অনেকগুলো রশি দিয়ে বাঁধল সে। ডরোথিকে ব্যাখ্যা করল ঝুড়িতে বসবে তারা।

অবশেষে তৈরি হয়ে গেল বেলুন। ওজ তার লোকদের খবর পাঠাল সে তার বড় ভাই'র সঙ্গে দেখা করতে যাবে। বড়ভাই থাকে মেঘের দেশে। শহরময় ছড়িয়ে গেল এ ঘোষণা। সবাই ভিড় করলো কীভাবে জাদুকর মেঘের দেশে যায় তা দেখতে।



ডরোথিকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল ওজ

ওজের নির্দেশে প্রাসাদের সামনে নিয়ে আসা হলো বেলুন। নগরবাসী চোখ বড় বড় করে দেখছে ওটাকে। টিনের মানুষ কাঠের গুঁড়ি কেটে এনেছে। গুঁড়িতে আগুন জ্বালানো হলো। ওজ বেলুনের নিচের অংশ আগুনের ওপরে ধরল। গরম বাতাস ঢুকতে লাগল বেলুনের ভেতরে। আস্তে আস্তে ফুলতে লাগল বেলুন, উপরের দিকে উঠছে। বেলুনের তলায় লাগানো ঝুড়িতে উঠে বসল ওজ। নগরবাসীর উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। এ সময়টুকুতে দেশের শাসনভার দিয়ে গেলাম কাকতাড়ুয়ার ওপরে। আমার মতোই তাকে তোমরা মেনে চলবে।'

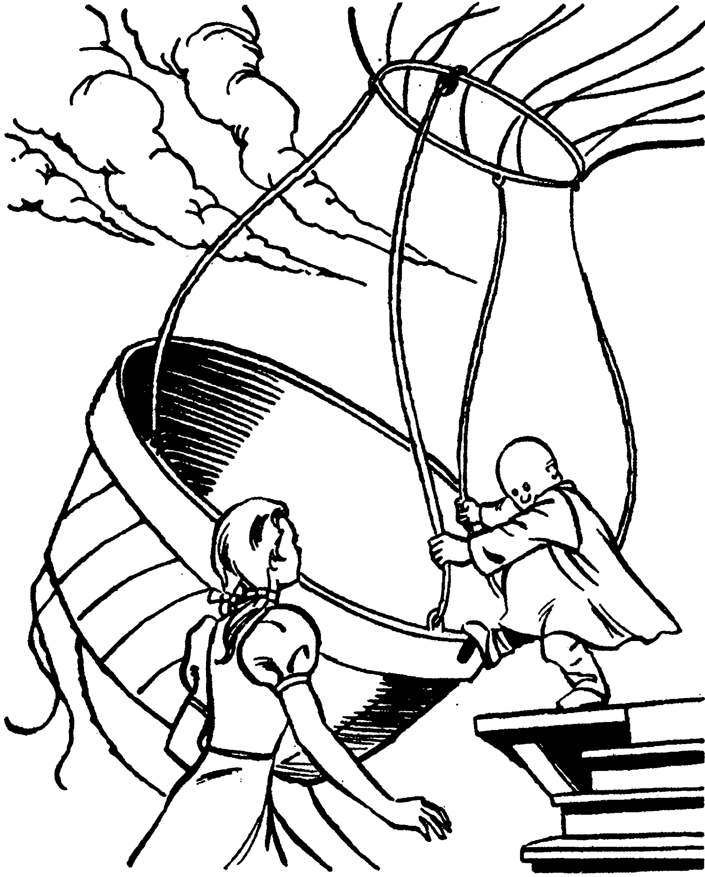


ওজের নির্দেশে প্রজাদের সামনে নিয়ে আসা হলো বেলুন

এদিকে বেলুনের রশিতে টান পড়ছিল। রশি মাটিতে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বেলুনের ভেতরে গরম বাতাস ঢোকার ফলে ওটা ওজনে আরো হালকা হয়ে গেছে। বেলুনের টান খেয়ে রশির খুঁটি উপড়ে আসতে লাগল মাটি থেকে। ক্রমে উপর দিকে উঠতে চাইছে ওটা বাতাসের চাপে।

'জলদি, ডরোথি।' চেঁচাল জাদুকর, 'বেলুন এক্ষুণি উড়ল বলে!'

'টোটোকে খুঁজে পাচ্ছি না।' কাঁদো কাঁদো গলা ডরোথির। টোটো ভিড়ের



'জলদি, ডরোথি!'

মধ্যে বিড়াল ছানার পেছনে ছুটেছে। ডরোথি অবশেষে খুঁজে পেল তাকে, কোলে নিয়ে ছুটল বেলুনের দিকে।

বেলুন থেকে মাত্র কয়েক কদম দূরে ডরোথি, ওজ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বেলুনে তুলে নেওয়ার জন্যে, এমন সময় ছিঁড়ে গেল রশি, মাটি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল গোঁজ। ঝট্ করে বেলুন উঠে গেল শূন্যে, ডরোথিকে ছাড়াই।

'ফিরে এসো!' গলা ফাটাল ডরোথি।



একটা বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল আকাশের বুকে

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। ধা ধা করে উপরের দিকে উঠে গেল বেলুন গরম বাতাসের চাপে। তারপর একটা বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল আকাশের বুকে।

ওজকে এরপরে আর কেউ কোনোদিন দেখে নি। কেউ জানে না সে নিরাপদে ওমাহা পৌঁছুতে পেরেছিল কিনা। তবে তার কথা সবাই মনে করত, ওকে হারিয়ে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সকলের। কারণ সবাই ভালোবাসত লোকটিকে।



ওজকে হারিয়ে মন খারাপ ডরোথির

## ১৭. দক্ষিণে যাত্রা

কানসাসে ফিরে যাবার সুযোগ হারিয়ে একদম ভেঙে পড়ল ডরোথি। সারাদিন অঝোরে কাঁদল। তবে যখন মনে হলো বেলুনে চড়লেও বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারটা নিশ্চিত ছিল না, মনে দুঃখ কিছুটা কমল। যদিও ওজকে হারিয়ে মন খারাপটা থেকেই গেল।

কাকতাড়ুয়া এখন পান্না নগরের শাসনকর্তা। সে জাদুকর না হলেও তাকে নিয়ে অহংকার করে লোকে। পৃথিবীর আর কোথাও কাকতাড়ুয়া শাসক


কাকতাড়ুয়া বসল বড় সিংহাসনটিতে, সঙ্গীরা তার পাশের আরামদায়ক কুশনে।

নেই বলে গর্ববোধ করে তারা।

বেলুনে চড়ে ওজ চলে যাবার পরদিন ওরা চার জন সিংহাসন কক্ষে মিলিত হলো আলোচনার জন্যে। কাকতাড়ুয়া বসল বড় সিংহাসনটিতে, সঙ্গীরা তার পাশের আরামদায়ক কুশনে।

'আমরা ভাগ্যবান।' শুরু করল কাকতাড়ুয়া, 'এ কারণে যে এই প্রাসাদ এবং পান্না নগরের মালিক বর্তমানে আমরা। আমরা যা খুশি তাই করতে পারি। কিছুদিন আগেও আমি চাষার শস্য ক্ষেতের খুঁটির মাথায় ঝোলানো

সামান্য কাকতাড়ুয়া ছিলাম। আর আজ এই সুন্দর শহরটির শাসনকর্তা। আমি আমার সৌভাগ্যে খুব খুশি।'

টিনের মানুষ এবং সিংহও ওজের কাছ থেকে তাদের উপহার পেয়ে সন্তুষ্ট। সুখ নেই শুধু ডরোথির মনে। সে বলল, 'আমি তোমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু তারপরও আমি কানসাসে, আমার বাড়িতে ফিরে যেতে চাই।'

কাকতাড়ুয়া ডরোথির সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে ভাবতে বসল। এমন চিন্তা করতে লাগল যে পিন আর সুঁইগুলো তার মগজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে থাকল।

'ডানাঅলা বানরদেরকে ডাকছ না কেন?' অবশেষে উপায় খুঁজে পেল কাকতাড়ুয়া, 'ওরাই তো তোমাকে মরুভূমি পার করে দিতে পারবে।'

'আরে, তাইতো!' লাফিয়ে উঠল ডরোথি, 'এ কথাটা একবারও মাথায় আসে নি আমার। আমি এক্ষুণি সোনালি টুপিটি নিয়ে আসছি।'

সোনালি টুপি নিয়ে সিংহাসন কক্ষে ঢুকল সে, জোরে জোরে পড়ল জাদুর মন্ত্র, শীঘ্রই দেখা মিলল ডানাঅলা বানরদের। খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল তারা ভেতরে, দাঁড়াল ডরোথির পাশে।

'এ নিয়ে দ্বিতীয়বার তুমি আমাদেরকে ডেকে পাঠালে।' বললো বানর রাজা. 'এবারে কী করতে হবে?'

'আমাকে কানসাসে নিয়ে চলো।' বলল ডরোথি।

'তা পারব না।' জানাল বানর রাজা, 'আমাদের এদেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া বারণ। কানসাসে কোনো ডানাঅলা বানর নেই, মনে হয় কোনো দিন থাকবেও না। তোমার দেশে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্য যে কোনো কাজ করতে বলো, করে দিচ্ছি। কিন্তু মরুভূমি পার হবার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ আছে। বিদায়।'

কুর্নিশ করে দলবল নিয়ে জানালা গলে বেরিয়ে গেল বানর রাজা।

হতাশা আর দুঃখে চোখে জল এসে গেল ডরোথির। কাঁদো কাঁদো গলায়


শীঘ্রই দেখা মিলল ডানাঅলা বানরদের

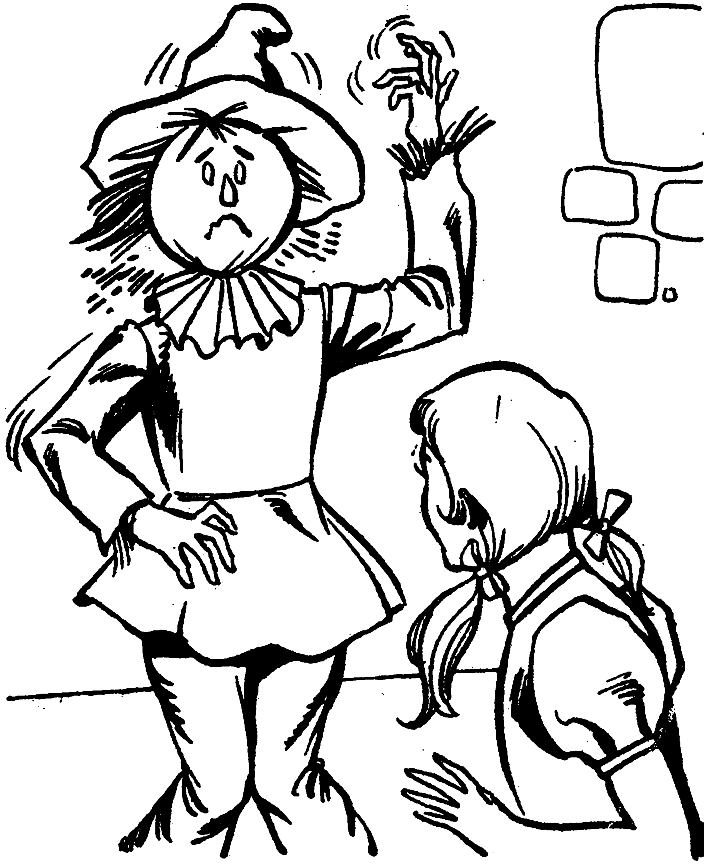
বলল, 'সোনালি টুপির জাদুর ক্ষমতা বেহুদা নষ্ট করলাম। ডানাঅলা বানররা আমার কোনোই কাজে এল না।'

আবার ভাবতে বসল কাকতাড়ুয়া। তার মাথা চিন্তার ঠেলায় এমন ফুলে উঠল, ডরোথির শঙ্কা জাগল ওটা না ফেটে যায়।

'দাড়িঅলা সৈনিকটাকে ডাকি?' বলল কাকতাড়ুয়া, 'সে যদি কোনো বুদ্ধি দিতে পারে।'

'দেখি সে কোনো পরামর্শ দিতে পারে কিনা।'

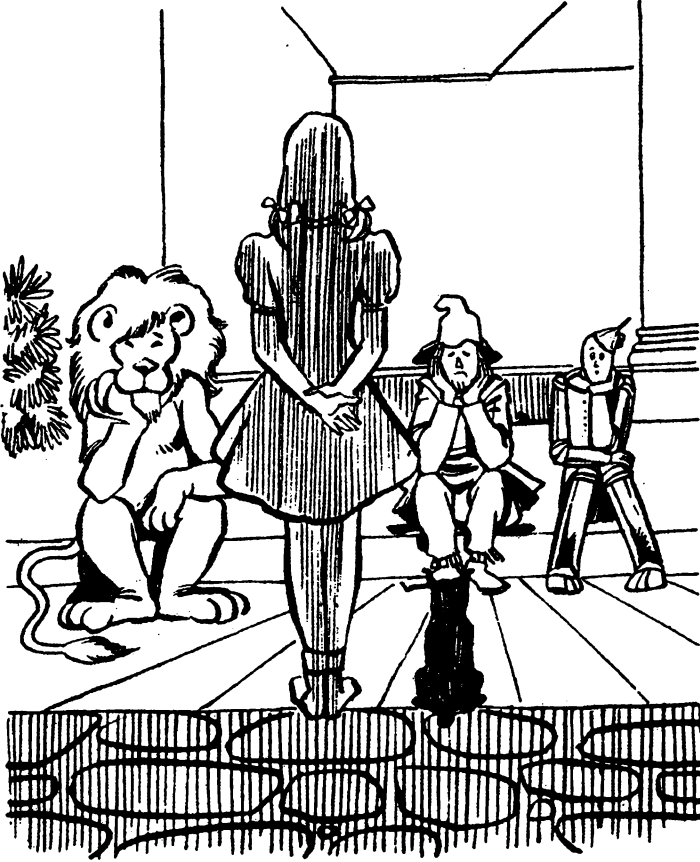
তলব পেয়ে সিংহাসন কক্ষে ঢুকল দাড়িঅলা সৈনিক। কাকতাড়ুয়া



তার মাথা চিন্তার ঠেলায় এমন ফুলে উঠল...

জিজ্ঞেস করল মরুভূমি পার হবার কোনো উপায় তার জানা আছে কিনা। সৈনিক জবাব দিল ওজ ছাড়া অন্য কেউ মরুভূমি পার হতে পেরেছে বলে তার জানা নেই।

'আমাকে তাহলে সাহায্য করার কেউ নেই?' করুণ শোনাল ডরোথির কণ্ঠ। এক মিনিট কী যেন ভাবল সৈনিক। তারপর বললো, 'গ্লিন্ডা বোধ হয় তোমাকে সাহায্য করতে পারবে। দক্ষিণের ভাল ডাইনি সে। ডাইনিদের মধ্যে সবচে' শক্তিশালীও বটে। সে কোয়াডলিংদের


'কিন্তু তার প্রাসাদে যাব কি করে?'

শাসনকর্তা। তাছাড়া তার প্রাসাদ মরুভূমির কাছেই। কাজেই মরুভূমি পার হবার উপায় তার জানা থাকতে পারে।'

'কিন্তু তার প্রাসাদে যাব কী করে?' জানতে চাইল ডরোথি।

'রাস্তা ধরে নাক বরাবর হাঁটলে পৌঁছে যাবে দক্ষিণে।' জবাব দিল সৈনিক, 'তবে রাস্তা কিন্তু খুব বিপজ্জনক।'

সৈনিক চলে যাবার পরে কাকতাড়ুয়া বললো, 'সফর যতই বিপজ্জনক হোক, আমি মনে করি ডরোথির দক্ষিণে গিয়ে গ্লিন্ডার কাছে সাহায্য



সবাইকে ধন্যবাদ দিল ডরোথি

চাওয়া উচিত। এ ছাড়া ওর কানসাসে ফিরে যাবার কোনো উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

সিংহ, টিনের মানুষ আর কাকতাড়ুয়া মিলে সিদ্ধান্ত নিল একা ডরোথিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না। ওরাও যাবে সঙ্গে।

শুনে খুশিতে আবার চোখে জল এসে গেল ডরোথির। ওর প্রতি বন্ধুদের ভালোবাসায় নতুন করে মুগ্ধ হলো সে। সবাইকে ধন্যবাদ দিল ডরোথি। চার বন্ধু ঢুকল যে যার ঘরে, দীর্ঘ এবং বিপজ্জনক ভ্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে। পরদিন সকালে শুরু হবে যাত্রা।



রাতটা ঘাসের ওপর শুয়ে কাটাল ওরা

## ১৮. যুদ্ধবাজ বৃক্ষ

পরদিন সকালে বন্ধুদেরকে নিয়ে ডরোথি বিদায় জানাল ফটকের দারোয়ানকে, তারপর বেরিয়ে পড়ল পান্না নগর ছেড়ে।

প্রথম দিন সবুজ মাঠ ধরে চলল ওরা। রংবেরঙের নানা উজ্জ্বল ফুল ফুটে আছে রাস্তার দুপাশে। সে রাতটা ঘাসের ওপর শুয়ে কাটাল ওরা। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত তাকিয়ে থাকল মখমলের মতো আকাশের গায়ে ফুটে

থাকা অজস্র উজ্জ্বল তারার দিকে।

পরদিন ভোরে আবার যাত্রা হলো শুরু। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল একটা বনে। ভীষণ গহীন অরণ্য, গাছগুলো এমনভাবে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। কীভাবে জঙ্গলে ঢোকা যায় সে উপায় খুঁজতে লাগল ওরা।

একটা প্রকাণ্ড গাছ চোখে পড়ল কাকতাড়ুয়ার। ওটার ডালপালা ফাঁকা হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে, নিচ দিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু যেই গাছের নিচে এসেছে কাকতাড়ুয়া, ডালপালা বাঁকা হয়ে নামতে লাগল নিচে, সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল ওকে। পর মুহূর্তে এক টানে মাটি থেকে উপরে উঠে গেল কাকতাড়ুয়া, পরের সেকেণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলো শূন্যে। কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল কাকতাড়ুয়া। খড়ের শরীর বলে ব্যথা পেল না। তবে আকস্মিক হামলায় বোকা বনে গেছে একদম। ডরোথি তাকে মাটি থেকে টেনে তুলল। তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কাকতাড়ুয়া।

'এদিকে গাছের নিচ দিয়ে যাবার মতো জায়গা আছে।' ডাকল সিংহ।

'আমি আগে যাই।' সম্বিৎ ফিরে পেল কাকতাড়ুয়া, 'মাটিতে আবার আছড়ে ফেললেও লাগবে না আমার।' সে আরেকটা গাছের দিকে এগুলো। সাথে সাথে গাছটার ডালপালা আঁকড়ে ধরল তাকে, আবার শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

'আশ্চর্য তো!' মন্তব্য করল ডরোথি, 'কী করব বলো তো?'

'গাছগুলোকে যুদ্ধবাজ মনে হচ্ছে।' বললো সিংহ। 'মারামারির তালে আছে।'

'এবার আমি চেষ্টা করে দেখি।' বলল টিনের মানুষ।

সে কাঁধের ওপরে কুঠার ফেলে পা বাড়াল প্রথম গাছটির দিকে। এটাই



সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরল কাকতাড়ুয়াকে

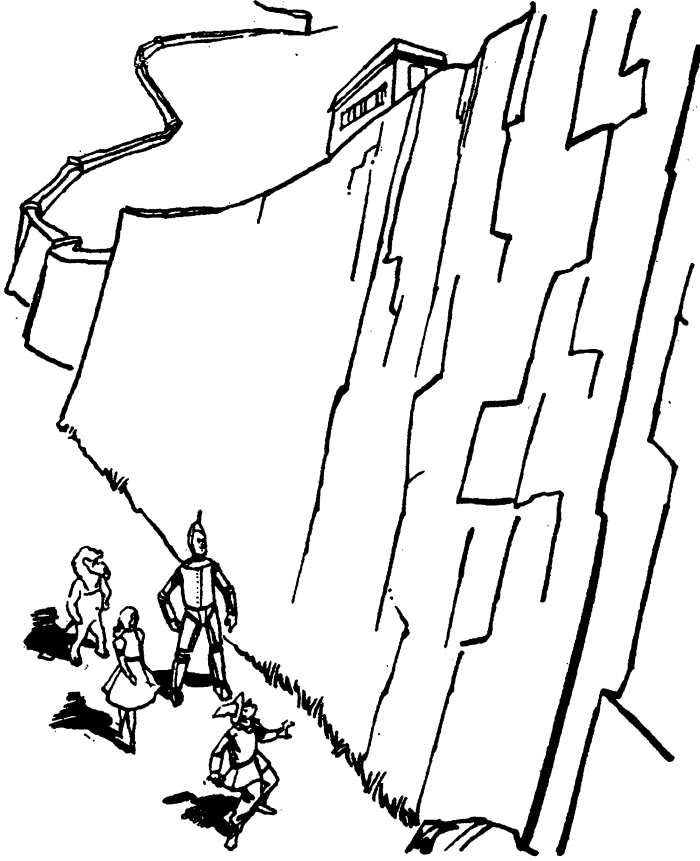
কাকতাড়ুয়াকে একটু আগে আছাড় মেরেছে। টিনের মানুষকে দেখে যেই একটা ডাল নেমে এল ওকে ধরার জন্যে, কুঠারের এক কোপ বসিয়ে দিল সে। দুভাগ হয়ে গেল ডাল। যন্ত্রণায় কাঁপতে লাগল গাছ। টিনের মানুষ নিরাপদে হেঁটে গেল ওটার নিচে দিয়ে।

'চলে এসো!' অন্যদেরকে আহ্বান করল সে, 'জলদি!'


কুঠারের এক কোপ বসিয়ে দিল সে

এক ছুটে গাছটাকে পেরিয়ে এল ওরা। কারো কোনো ক্ষতি হলো না। অন্যান্য গাছগুলো ওদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। ওরা বুঝতে পারল প্রথম গাছটি ছিল এ বনের প্রহরী বৃক্ষ, সে কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিতে নারাজ।

হাঁটতে হাঁটতে চার বন্ধু চলে এল জঙ্গলের শেষ মাথায়। অবাক হয়ে



'একটা মই বানিয়ে দেয়াল টপকাব,'

দেখল এদিকে চীনা মাটির তৈরী বিরাট এক দেয়াল খাড়া হয়ে আছে।

দেয়ালের গা অত্যন্ত মসৃণ আর অনেক উঁচু।

'এখন কি করা?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

'একটা মই বানিয়ে দেয়াল টপকাব।' পরামর্শ দিল টিনের মানুষ।



'মগজটাকে একটু বিশ্রাম দাও'

## ১৯. চীনা মাটির দেশ

জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে মই বানাতে বসল টিনের মানুষ। ডরোথি এ সময়টা ঘুমিয়ে কাটাল। অনেকখানি পথ হেঁটে সে বেজায় ক্লান্ত। টোটোকে পাশে নিয়ে সিংহও একটা ঘুম দিল।

টিনের মানুষের কাজ দেখতে দেখতে কাকতাড়ুয়া বলল, 'এ দেয়ালটা কিসের আর কেনই বা এখানে তোলা হয়েছে বুঝতে পারছি না।'

'দেয়াল নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।' বললো টিনের মানুষ, 'মগজটাকে একটু বিশ্রাম দাও। দেয়াল বেয়ে ওঠার পরে জানা যাবে ও



বহু কষ্টে মইয়ের মাথায় উঠে এল কাকতাড়ুয়া

পাশে কী আছে।'

কিছুক্ষণে মধ্যে তৈরি হয়ে গেল মই। দেখতে বিদঘুটে হলেও বেশ মজবুত। কাজ চলে যাবে। টিনের মানুষ ডরোথি, টোটো আর সিংহকে ঘুম থেকে জাগাল। বললো, মই প্রস্তুত। মই বেয়ে প্রথমে উঠতে শুরু করল কাকতাড়ুয়া। কিন্তু মই বেয়ে উঠার সময় ভয়ে এমন কাঁপতে শুরু করল যে তার পেছনে ডরোথি না থাকলে পা পিছলে পড়েই যেত। বহু কষ্টে মইয়ের মাথায় উঠে এল কাকতাড়ুয়া। দেয়ালের উপরে উঁকি দিয়ে

বলে উঠল, 'আরি ব্বাপ!'

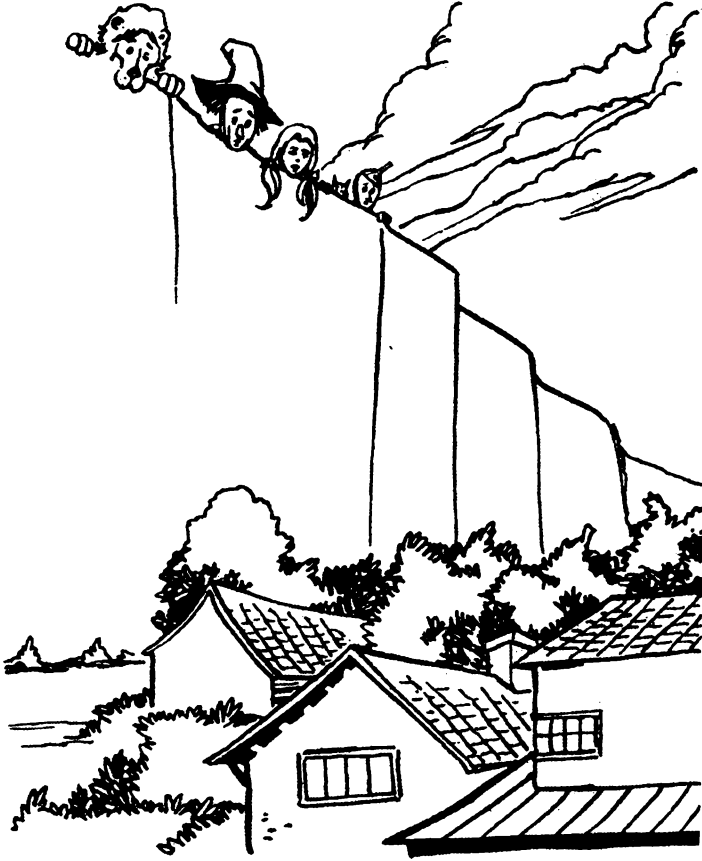
'ওঠো তো!' ধমক দিল ওকে ডরোথি।

শরীরটাকে হিঁচড়ে দেয়ালের উপরে তুলল কাকতাড়ুয়া, তার পেছন পেছন উঠে এল ডরোথি। সেও দেয়ালের ওপাশে তাকিয়ে কাকতাড়ুয়ার মতো চেঁচাল, 'আরি ব্বাপ!'

এরপরে দেয়ালে উঠে এল টোটো। সে চারদিকে চোখ বুলিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিল ডরোথি। তারপর মই বেয়ে দেয়ালে উঠল সিংহ, সবশেষে টিনের মানুষ। দেয়ালের ওপাশে উঁকি মেরে দুজনে এক সঙ্গে বলে উঠল 'আরি ব্বাপ!' দেয়ালের মাথায় এক সারে বসল সবাই, তাকাল নিচে। অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল সকলে।

ওদের সামনে ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত, বিরাট জমিন। মাটি প্লেটের তলার মতো সাদা এবং মসৃণ। চীনা মাটির তৈরি, উজ্জ্বল রঙের অসংখ্য বাড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে বাড়িগুলো আকারে খুবই ছোট। সবচে' বড় বাড়িটি উচ্চতায় ডরোথির কোমর ছোঁবে কিনা সন্দেহ। লাল রঙের খুদে গোলা ঘরও চোখে পড়ল ওদের, চীনা মাটির বেড়া দিয়ে ঘেরা। গরু, ভেড়া, ঘোড়া এবং শুয়োরও আছে। সবই চীনামাটির তৈরি।

তবে সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই আজব দেশের মানুষগুলো। দেখে মনে হলো এরা কেউ গরুর দুধ দোয়, কেউবা মেষ চড়ায় মাঠে। তাদের পরনে লাল ও হলুদ রঙের ব্লাউজ, স্কার্টে সোনালি ফুটকি। কয়েকজন রাজকুমারীকে দেখা গেল সোনালি রুপোলি আর বেগুনি রঙের পোশাক পরা। মেষ পালকদের পোশাক হাঁটু পর্যন্ত খাঁটো প্যান্ট। তাতে গোলাপি, হলুদ এবং নীল ডোরাকাটা দাগ। জুতোতে সোনালি বগলস। রাজকুমারদের পরনে বেজির চামড়ার আলখেল্লা, মাথায় তাজ। কোচকানো, ছেঁড়া গাউন পরা সঙরাও আছে, গালে লাল দাগ, মাথায়

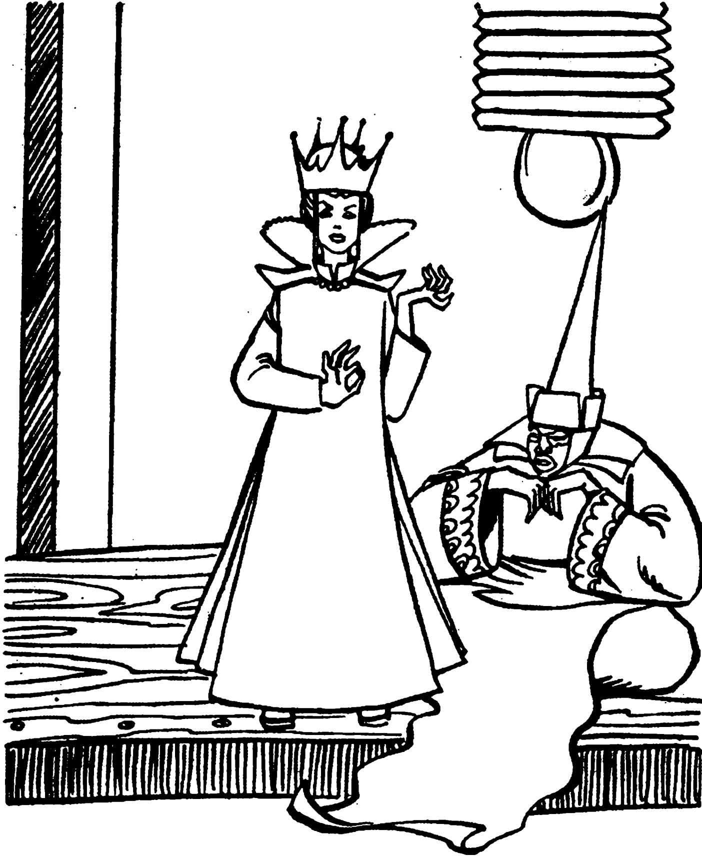


সবই চীনামাটির তৈরী

সুঁচালো টুপি। তবে সবচে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সবই চীনামাটির তৈরি। এমনকি পোশাকআশাক পর্যন্ত। প্রত্যেকে অত্যন্ত বেঁটে, সবচে' লম্বা জনও ডরোথির হাঁটুর চেয়ে উঁচু হবে না।

প্রথমে খুদে মানুষদের কেউই চার বন্ধুকে খেয়াল করল না।

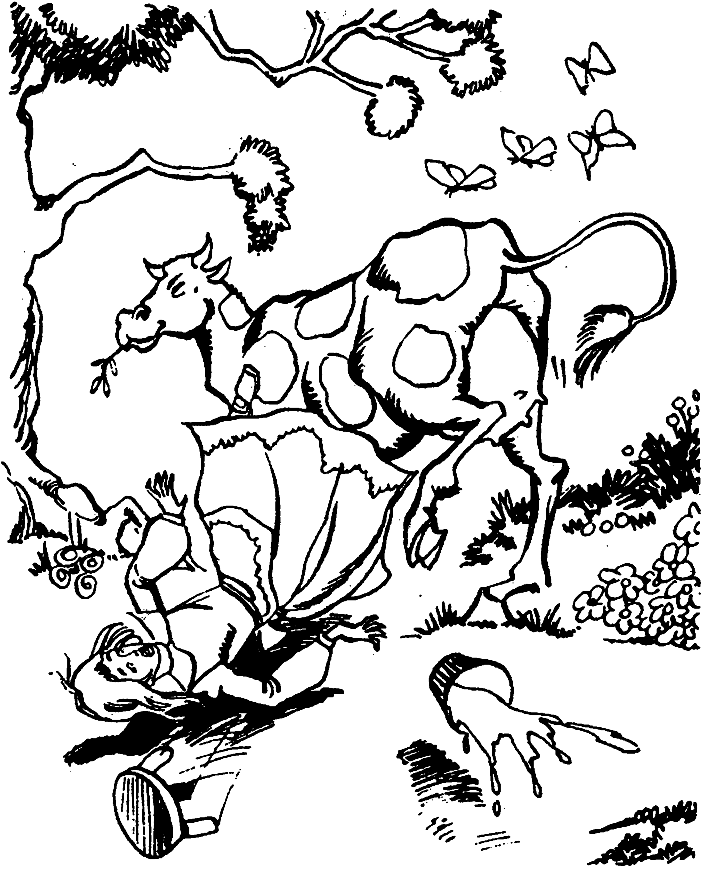
ছোট একটি বেগুনি রঙের চীনামাটির কুকুর, শরীরের তুলনায় মাথাটা অনেক বড়, সে দেয়ালের নিচে এসে ওদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল।



সবাই চীনামাটির তৈরি

'দেয়াল বেয়ে নামব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল ডরোথি।

মইটা এত ভারী যে ওটাকে ওরা টেনে তুলতে পারল না। চেষ্টা করতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল কাকতাড়ুয়া। তখন অন্যরা লাফিয়ে পড়ল তার গায়ে। খড়ের তৈরি কাকতাড়ুয়ার গায়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ব্যথা পেল না কেউ। তবে কাকতাড়ুয়ার মাথার ওপর কেউ আছাড় খেল না। তাহলে গায়ে পিন ফুটে যেত। সবাই লাফিয়ে নামার পরে মাটি থেকে টেনে তুলল কাকতাড়ুয়াকে। গা ঝেড়েঝুরে দিয়ে আগের চেহারায়



টুলসহ ছিটকে পড়ে গেল গোয়ালিনী

ফিরিয়ে আনল তাকে।

'এই অদ্ভুত দেশের ওপাশে যেতে হবে আমাদেরকে।' বলল ডরোথি, 'নইলে দক্ষিণে পৌঁছুতে পারব না।'

চীনা লোকদের দেশে হাঁটা ধরল ওরা। প্রথমেই মুখোমুখি হয়ে গেল এক গোয়ালিনীর। সে চীনামাটির গরুর দুধ দুইছে। ওদেরকে দেখে গরুটা পেছনের পা দিয়ে হাঁকল এক লাথি। লাথির চোটে দুধের বালতি, টুলসহ ছিটকে পড়ে গেল গোয়ালিনী। একযোগে ভাঙল সবক'টা বিকট শব্দে।

ডরোথি দেখল লাথি মারতে গিয়ে গরুর পাটাও গেছে ভেঙে, আর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বালতি। গোয়ালিনীর বাম কনুইতে সৃষ্টি হয়েছে গর্ত।

'দেখলে তো তোমরা আমার কী সর্বনাশ করেছ।' রাগে চেঁচাল মেয়েটা, 'আমার গরুর পা ভেঙে গেছে, এখন তাকে কামারের বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভাঙা পা আঠা দিয়ে জুড়তে হবে। এভাবে হুট করে এসে আমার গরুকে ভয় দেখানোর মানে কী?'

'আমি খুবই দুঃখিত।' বলল ডরোথি, 'আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।'

কিন্তু গোয়ালিনী এমন রেগে আছে যে মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

সে ভাঙা পা খানা তুলে নিল মাটি থেকে, তারপর গরু নিয়ে চলে গেল। বেচারী গরু তিন ঠ্যাং-এ ল্যাংড়াতে ল্যাংড়াতে পথ চলল।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটার জন্যে খুব লজ্জা লাগল ডরোথির। টিনের মানুষ বললো, 'এখানে আমাদেরকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। নইলে ছোট মানুষগুলোকে ব্যথা-ট্যাথা দিয়ে ফেলতে পারি।'

খানিকটা পথ এগোবার পরে ডরোথির দেখা হয়ে গেল চমৎকার পোশাক পরা এক রাজকুমারীর সঙ্গে। রাজকন্যা আগন্তুকদের দেখে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত, তারপর ছুটে পালাতে লাগল।

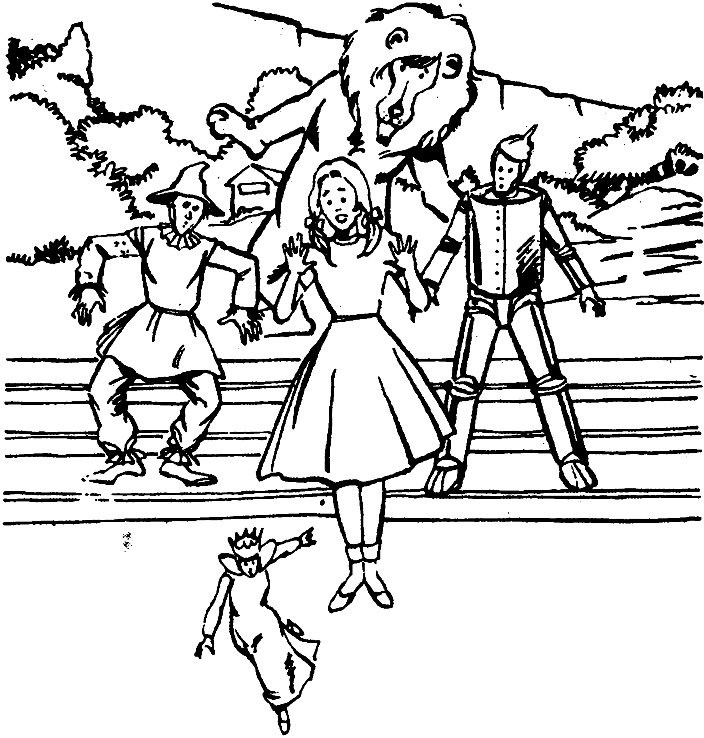
রাজকন্যার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে ডরোথির। তাই সেও রাজকুমারীর পেছন পেছন ছুটল। রাজকুমারী ভয়ার্ত স্বরে চেঁচাল, 'আমার পিছু নিয়ো না! আমার পিছু নিয়ো না!'

তার কণ্ঠে এমন আর্ত স্বর, থেমে গেল ডরোথি। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

রাজকন্যা জবাব দিলো, 'দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গেলে আমি ভেঙে টুকরো হয়ে যাব।'

'কিন্তু তোমাকে আবার মেরামত করা যাবে, তাই না?' প্রশ্ন করল ডরোথি।

'তা যাবে। তবে মেরামত করার পরেও শরীরে খুঁত থেকে যাবে। আমাকে আর সুন্দর লাগবে না। ওই জোকারটাকে দেখো। ও সারাক্ষণ মাথা নিচে দিয়ে পা উপরে তুলে রাখতে গিয়ে কতবার যে ঘাড় ভেঙেছে তার হিসাব নেই। ঘাড়, মাথা ভাঙতে ভাঙতে আর মেরামত করতে করতে ওর



ছুটে পালাতে লাগল রাজরাণী

চেহারাটাই গেছে বিকৃত হয়ে। ওই তো আসছে ও। ভাল করে লক্ষ করো ওকে।'

হাসি হাসি মুখ করে খুদে এক সঙ এগিয়ে আসছিল ডরোথির দিকে। তার পরনে লাল, হলুদ এবং সবুজ রঙের পোশাক। কিন্তু উজ্জ্বল পোশাকেও ভয়াবহ লাগছে তার ভাঙা মুখখানার জন্যে। মুখে অসংখ্য ফাটল আর গর্ত। বোঝাই যায় বহুবার ও চেহারা মেরামত করা হয়েছে।

ডরোথির খারাপই লাগল সঙটার জন্যে। সে ঘুরল সুন্দরী রাজকন্যার দিকে। বলল, 'তুমি খুব সুন্দর। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি কানসাসে ফিরে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে যাবে? তাহলে এম চাচির ম্যান্টেলেফের ওপরে তোমাকে সাজিয়ে রাখবো।'

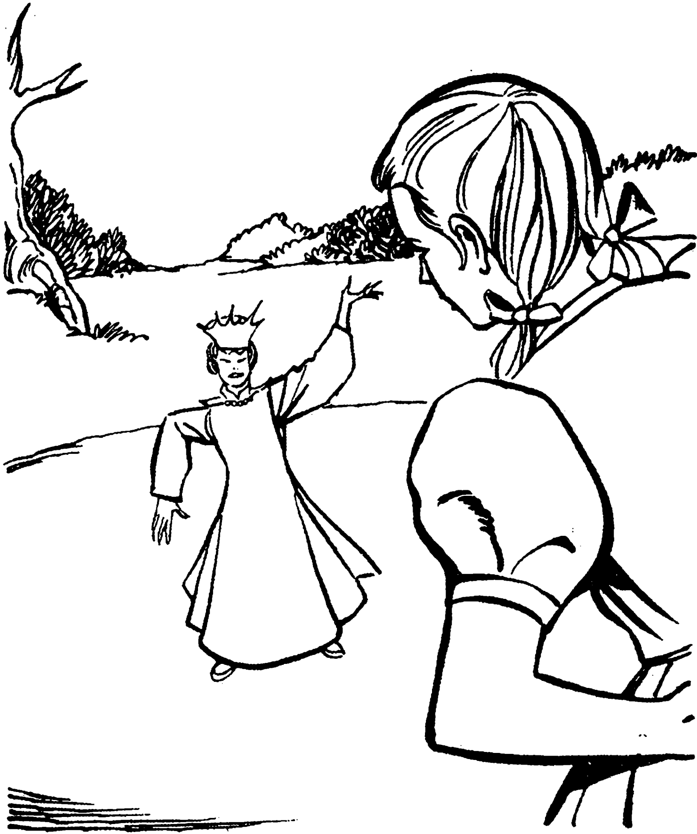


সঙ্গের মুখে অসংখ্য ফাটল আর গর্ত

'না, আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাব না।' দৃঢ় গলা ছোট রাজকুমারীর। আমি আমার নিজের দেশে খুব ভাল আছি, শান্তিতে আছি। এখান থেকে কাউকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে সাথে সাথে বাকিরা পাথরের মূর্তির মতো শক্ত হয়ে যাবে, নড়াচড়া করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে।' বলল ডরোথি, 'তুমি যেতে না চাইলে জোর করে নেবো না। আমি চাই না তোমার মন খারাপ হোক। বিদায় তাহলে।'

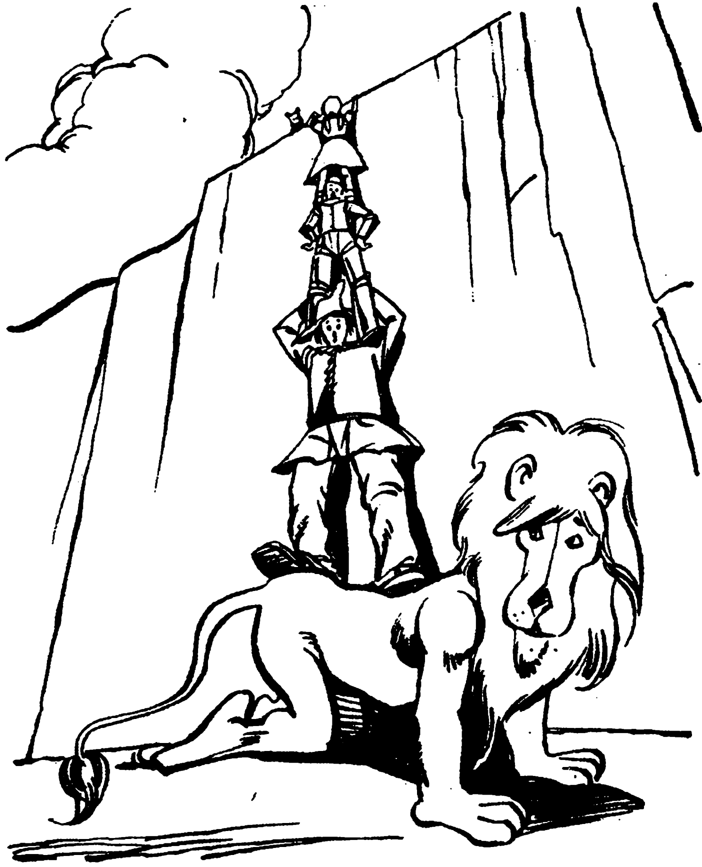
'বিদায়।' বলল রাজকুমারী।


'আমি আমার নিজের দেশে খুব ভাল আছি, শান্তিতে আছি'

চীনামাটির দেশে সাবধানে পা ফেলে হাঁটল ওরা। রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ আর খুদে প্রাণীর দল। তাই দেখে-শুনে পা ফেলতে হচ্ছে ওদেরকে। কেউ যাতে পায়ের নিচে চাপা পড়ে না যায়।

শহরের আরেক প্রান্তে চলে এল ডরোথিরা। এদিকেও চীনামাটির দেয়াল আছে। তবে আগেরটির মতো অত উঁচু নয়। সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে টপকানো যাবে দেয়াল।

সিংহ শরীর শক্ত করে দাঁড়াল। তার ওপর সওয়ার হলো টিনের মানুষ, তার কাঁধে কাকতাড়ুয়া আর কাকতাড়ুয়ার কাঁধে পা রেখে টোটোকে নিয়ে

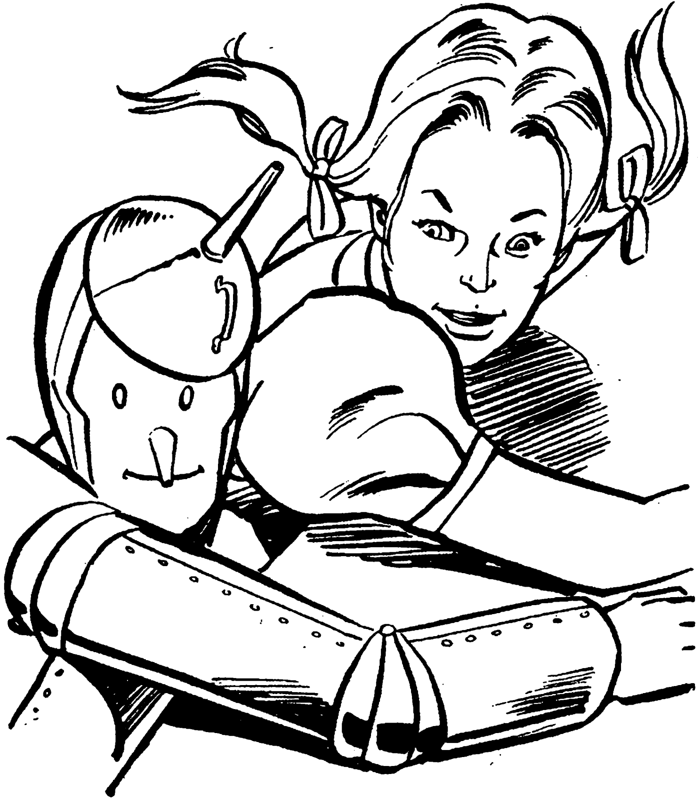


*সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে টপকানো যাবে দেয়াল*

দেয়াল টপকে গেল ডরোথি। কাকতাড়ুয়া কিংবা টিনের মানুষেরও দেয়াল টপকাতে সমস্যা হলো না। সবশেষে প্রকাণ্ড এক হাই জাম্পে দেয়াল টপকাল সিংহ। তবে দেয়াল টপকানোর সময় তার লেজের বাড়ি লেগে চীনা মাটির একটি বাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

ডরোথি মন্তব্য করল, 'তবু ভাল, চীনা মাটির মানুষদের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করে ফেলি নি।'

সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কাকতাড়ুয়া, 'ভাগ্যিস আমি খড়ের



ডরোথি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল

তৈরি। তাই আমার গায়ের সঙ্গে কারো ধাক্কা লাগলেও তার ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল না।'

'ওরা বাইরের মানুষদের এত ভয় পায়!' বলল টিনের মানুষ, 'বোধহয় যারা ওদেরকে বুঝতে পারে নি তারা ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত।'

ডরোথি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। শেষ বারের মতো চোখ বোলাল চীনামাটির দেয়ালে।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অন্ধকার জঙ্গল।



জঙ্গলের শেষ মাথায় উঁচু একটা পাহাড়। ভীষণ খাড়া

## ২০. কোয়াডলিংদের দেশ

জঙ্গলটা নিরাপদেই পার হলো চার বন্ধু। জঙ্গলের শেষ মাথায় উঁচু একটা পাহাড়। ভীষণ খাড়া।

'এ পাহাড় বেয়ে উঠতে খবর আছে।' বলল কাকতাড়ুয়া, 'তবু উঠতে তো হবেই।

সে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল বাকিরা। পাহাড়ে



প্রাণীটি খাঁটো, গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথাটা বিরাট।

বড় বড় পাথরের চাঁই। চূড়ো থেকে তলা পর্যন্ত। প্রথম চাঁইয়ের কাছে সবে এসেছে, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ, 'থামো!'

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অদ্ভুত দর্শন এক প্রাণী। এমন আজব চেহারার প্রাণী ওরা কেউ কোনোদিন দেখে নি।

প্রাণীটি খাঁটো, গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথাটা বিরাট। মাথার তালু একদম সমতল, ঘাড়টা মোটা, তাতে চামড়ার অসংখ্য বলি রেখা ফুটে আছে উৎকটভাবে। তার হাত বলে কিছু নেই। কাকতাড়ুয়া প্রাণীটাকে মোটেই

পাত্তা দিল না। ভাবল এ কোনো ঝামেলা পাকাতে পারবে না। তাই বলল, 'সামনে থেকে সরে যাও হে। তুমি পছন্দ করো বা নাই করো এ পাহাড় আমাদের চড়তে হবেই।'

বিদ্যুৎগতিতে প্রাণীটির মাথা ঝুঁকে এল সামনের দিকে, লম্বা হয়ে গেল ঘাড়, প্রচণ্ড আঘাত হানল কাকতাড়ুয়ার পেটে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সে। আবার আগের জায়গায় ফিরে গেল আজব প্রাণীর মাথা। হো হো করে হাসল সে, 'যতটা সহজ তুমি ভেবেছ তত সহজ নয় ব্যাপারটা।'

অন্যান্য পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে এবার একযোগে ভেসে এল অট্টহাসি। ডরোথি দেখল শত শত হাতুড়ি মাথা প্রাণী পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের ঢল থেকে।

ওরা বুঝতে পারল এই অদ্ভুত প্রাণীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো ফায়দা হবে না।

'ডানাঅলা বানরদেরকে ডেকে পাঠাও।' পরামর্শ দিল টিনের মানুষ।

ডরোথি মাথায় পরল সোনালি টুপি, আওড়াল জাদুর মন্ত্র। কয়েক মুহূর্ত বাদে বানররা হাজির হয়ে গেল তার সামনে।

ডরোথি বানর রাজাকে হুকুম করল ওদেরকে পাহাড় থেকে তুলে নিয়ে কোয়াডলিংদের দেশে পৌঁছে দিতে।

সাথে সাথে ওদেরকে কোলে তুলে নিল বানরের দল, উড়তে শুরু করল আকাশে। শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে ব্যর্থ আক্রোশে গর্জে উঠল হাতুড়ি মাথারা। মাথাগুলো লম্বা করে তাক করল ডরোথিদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ডানাঅলা বানররা অনেক উপরে উঠে গেছে বলে আঘাত লাগল না গায়ে।

কোয়াডলিংদের দেশে ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে ডরোথির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উড়াল দিল বানররা। কোয়াডলিংদের দেশটি বেশ ধনী। তারা বেশ সুখীও। মাঠভরা গম, কলকল শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্ণা, রাস্তাঘাট শান বাঁধানো, ঝকমক করছে। দালানকোঠা উজ্জ্বল লাল রঙে রঞ্জিত।

কোয়াডলিংরা বেঁটেখাঁটো আর মোটাসোটা। মুখে হাসি লেগেই আছে। সবার পরনে লাল রঙের পোশাক।

বানররা ডরোথিদেরকে একটি খামারবাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে গেছে।



সাথে সাথে ওদেরকে কোলে তুলে নিল বানরের দল

ওরা খামারবাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দিল এক চাষা। ডরোথির খিদে পেয়েছে শুনে সে ওদের সবাইকে পেট পুরে খাওয়াল। তিন রকম কেক, চার রকম বিস্কিট ছিল ডিনারে। আর টোটোর জন্যে এক বাটি দুধ।

'এখান থেকে গ্লিন্ডার প্রাসাদ কত দূরে?' জানতে চাইল ডরোথি।

'বেশি দূরে নয়,' জবাব দিল চাষা, 'দক্ষিণের রাস্তা ধরে এগুলেই চোখে পড়বে প্রাসাদ।'



মেয়েটি ওদেরকে অপেক্ষা করতে বললো

চাষাকে ধন্যবাদ দিয়ে পথ চলতে লাগল ওরা। কিছুদূর যাবার পরে অপূর্ব সুন্দর একটি প্রাসাদ দেখতে পেল। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি ভারী সুন্দরী মেয়ে। তাদের এক জন ডরোথিকে জিজ্ঞেস করল, 'দক্ষিণের দেশে কেন এসেছ?'

'ভাল ডাইনির সঙ্গে দেখা করতে।' জবাব দিল ডরোথি।

মেয়েটি ওদেরকে অপেক্ষা করতে বললো। প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে গেল সে গ্লিন্ডাকে ওদের আগমন সংবাদ জানাতে।



গ্লিন্ডা ডাইনি হলেও দেখতে অপরূপা

## ২১. গ্লিন্ডা পূরণ করল ডরোথির আশা

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল মেয়েটি। বলল ওদেরকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার অনুমতি মিলেছে।

গ্লিন্ডার সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। সেখানে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল ওরা। তারপর মেয়েটি ওদেরকে নিয়ে এল বড় একটি ঘরে। এ ঘরে চুনির সিংহাসনে বসে আছে ডাইনি গ্লিন্ডা।

*গ্লিন্ডা ডাইনি হলেও দেখতে অপরূপা।* তার চুলের রঙ আগুনের মতো লাল, কোঁকড়ানো, ঢেউয়ের মত এলিয়ে পড়েছে দুকাঁধে। তার পরনের



চুমু খেল ডরোথির গালে

পোশাক দুধ সাদা, চোখ সাগরের মতো টলটলে নীল। সে চোখে অনেক মায়া।

ডরোথির দিকে মায়াভরা চোখে চাইল গ্লিন্ডা, 'তোমার জন্যে কি করতে পারি, ছোট্ট মেয়ে?'

ডরোথি গ্লিন্ডাকে তার লম্বা গল্প বলল। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। অনেকক্ষণ লাগল গল্প শেষ হতে।

'আমার একটাই চাওয়া।' শেষে যোগ করল ডরোথি, 'ফিরে যাব কানসাসে, আমার চাচা-চাচির কাছে। ওঁরা আমার চিন্তায় এতদিনে হয়তো পাগল হয়ে গেছেন।'

ঝুঁকল গ্লিন্ডা, *চুমু খেল ডরোথির গালে,* 'তুমি অবশ্যই কানসাসে ফিরে



'ডরোথি কানসাস চলে গেলে কি করবে তুমি?'

যেতে পারবে। আমি সে উপায় বাতলে দেব। কিন্তু বিনিময়ে আমাকে সোনালি টুপিটি দিতে হবে।'

'অবশ্যই দেব।' বলল ডরোথি, 'এটার এখন আর দরকার নেই আমার। আপনি এটা দিয়ে তিনবার ডানাঅলা বানরদেরকে ডাকতে পারবেন।'

হাসল গ্লিন্ডা। সোনালি টুপির কেরামতি তার জানা। ডরোথি তাকে দিয়ে দিল সোনালি টুপি। গ্লিন্ডা ফিরল কাকতাড়ুয়ার দিকে, *'ডরোথি কানসাস চলে গেলে কি করবে তুমি?'*

'ফিরে যাব পান্না নগরে। দেশ শাসন করব।' জবাব দিল কাকতাড়ুয়া।

গ্লিন্ডা একে একে টিনের মানুষ এবং সিংহকেও একই প্রশ্ন করল। টিনের মানুষ এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জবাব দিল সে উইঙ্কিদের দেশে চলে যাবে। আর সিংহ বলল সে ফিরে যাবে বনে, পশুদের সত্যিকারের রাজা হবে।

ওরা যেখানে যেতে চেয়েছে সেখানে ফিরে যাওয়াটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, জানত গ্লিন্ডা। তাই সে সোনালি টুপির জাদুর ক্ষমতা ব্যবহার করল। ডেকে পাঠাল ডানাঅলা বানরদেরকে। কাকতাড়ুয়া, টিনের মানুষ ও সিংহকে তাদের পছন্দের জায়গায় পৌঁছে দিতে আদেশ করল। ওরা ধন্যবাদ দিল গ্লিন্ডাকে।

ডরোথি বলল, 'আপনি দেখতে যেমন সুন্দরী আপনার মনটাও তেমন সুন্দর। আমাকে কিন্তু এখনো বলেন নি কিভাবে কানসাসে যাব।'

*'তোমার রুপোর স্যাণ্ডেলই তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে মরুভূমির ওপর দিয়ে।'* জানাল গ্লিন্ডা, 'স্যাণ্ডেলের জাদুর ক্ষমতা জানা থাকলে অনেক আগেই তুমি তোমার চাচা-চাচির কাছে ফিরে যেতে পারতে।'

'কিন্তু তাহলে তো আমি এত সুন্দর মগজ পেতাম না!' কাতরে উঠল কাকতাড়ুয়া।

'আমিও দয়ালু হৃৎপিণ্ড পেতাম না।' বললো টিনের মানুষ, 'সারা জীবন জঙ্গলে জং ধরা অবস্থায় সং সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।'

'আর আমি সারা জীবন কাপুরুষই থেকে যেতাম।' বললো সিংহ, 'তাহলে বনের কোনো প্রাণী আমাকে পাত্তা দিত না।'

'ঠিক বলেছ,' বললো ডরোথি। 'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পেরে খুব খুশি। তোমরা যে যা পাবার আশা করেছিলে, পেয়ে গেছ। এখন আমি কানসাসে, আমার বাড়িতে ফিরে যেতে চাই।'

'রুপোর স্যান্ডেলের ক্ষমতা অসীম,' বলল গ্লিন্ডা, 'তিন কদম ফেললেই ওগুলো তোমাকে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে। শুধু স্যান্ডেলের হিল একত্র করে তিনবার বাড়ি দেবে এবং যেখানে যেতে চাও আদেশ করবে। স্যান্ডেল সেখানে নিয়ে যাবে তোমাকে।'


'তোমার রুপোর স্যান্ডেলই তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে মরুভূমির ওপর দিয়ে'

'তাহলে আমি কানসাসে যেতে চাই।' বললো ডরোথি।

সে সিংহ, টিনের মানুষ এবং কাকতাড়ুয়াকে চুমু খেয়ে বিদায় জানাল। সবাই হাপুস নয়নে কাঁদল ওকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে। সবাই ডরোথিকে শক্ত করে বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকল।

গ্লিন্ডা নেমে এল সিংহাসন থেকে। বিদায় চুম্বন এঁকে দিল ডরোথির গালে। ডরোথি তার সহায়তার জন্যে ধন্যবাদ জানাল। তারপর সে কোলে তুলে নিল টোটোকে, শেষ বারের মতো বিদায় বললো বন্ধুদেরকে



ডরোথিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ গতিতে

এবং তিনবার স্যান্ডেলের হিল ঠক্ ঠক্ করে তিনবার বলল, 'আমাকে কানসাসে নিয়ে চলো!'

সাথে সাথে প্রচণ্ড একটা ঝড়ো বাতাস ধেয়ে এল। উড়িয়ে নিয়ে চলল ওকে। বাতাসের চাপ এত বেশি যে ডরোথি চোখ মেলে থাকতে পারল না। শুধু টের পেল কানের পাশ দিয়ে শিস দিয়ে যাচ্ছে বাতাস, তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ গতিতে।


আবার বাড়ি ফিরতে পেরে কী যে ভাল লাগছে আমার!

## ২২. বাড়ি ফেরা

এম চাচি মাত্র বাড়ি থেকে বের হয়েছেন বাগানের বাঁধাকপির গাছে জল দেবেন বলে, চোখ তুলে চাইতেই দেখলেন তার দিকে ছুটতে ছুটতে আসছে ডরোথি।

'ওরে আমার সোনা!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, জড়িয়ে ধরলেন ওকে, চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিলেন মুখ, 'কোত্থেকে এতদিন পরে এলি?'

'ওজের জাদুকরের দেশ থেকে।' জবাব দিল ডরোথি, 'টোটোও আছে আমার সঙ্গে। এম চাচি, এতদিন পরে আবার বাড়ি ফিরতে পেরে কী যে ভাল লাগছে আমার!'

High Quality Aohor Arsalan Scan

scan with canon




ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET